ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

আমাকে নিয়ে ক্লাসের সবাই হাসাহাসি করত: জাহ্নবী

পৃঃ ৫

বিশ্বকাপে সুযোগ পাওয়ার কথা ভাবেননি অশ্বিন

পৃঃ ৬

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৭৪ ● কলকাতা ● ১৭ আশ্বিন, ১৪৩০ ● বৃহস্পতিবার ● ০৫ অক্টোবর, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

রোহিঙ্গা শিবিরে বাড়ছে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ

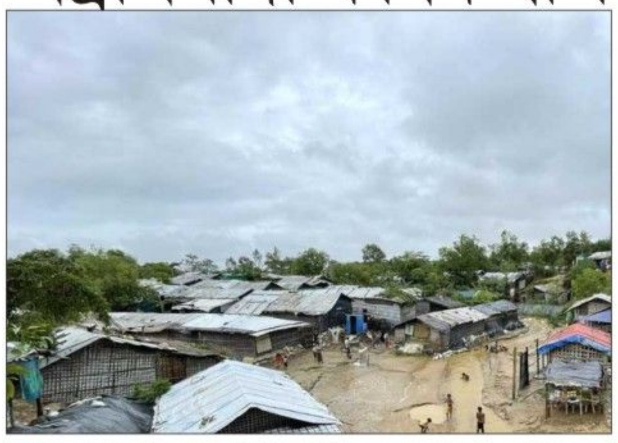

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : রোহিঙ্গা শিবিরে বাড়ছে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ। বিগত দিনে একের পর এক রোহিঙ্গা নেতা খুনের ঘটনায় নড়েচড়ে বসেছে হাসিনা সরকার। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে কক্সবাজারের শরণার্থী শিবিরে বহু অভিযানও হয়েছে। এবার ফের এমনই এক অভিযানে খতম হয়েছে দুই রোহিঙ্গা জঙ্গি।বাংলাদেশে আশ্রিত রোহিঙ্গাদের বাড়বাড়ন্ত নিয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা খুই উদ্বিগ্ন। ২০১৭ সালের আগস্টে মায়ানমার সেনাবাহিনীর জঙ্গিদমন অভিযানের জেরে সাত লক্ষ রোহিঙ্গা বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলায় আশ্রয় নিয়েছে। এর আগে প্রবেশ করে আরও চার লক্ষ। জন্ম নিয়েছে আরও দুই লক্ষ রোহিঙ্গা শিশু। মোট ১৩ লক্ষ শরণার্থীর ভারে হিমশিম খাচ্ছে দেশ। শরণার্থীদের মধ্যে মিশে জঙ্গি-সন্ত্রাসীরাও বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করেছে। তাদের সন্ত্রাসবাাদী কার্যকলাপে স্থানীয় বাসিন্দারা ভীত-সন্ত্রস্ত।

মূলত, তোলাবাজি, দেহ ব্যবসা, বিদেশে মানব পাচারের রাশ হাতে রাখা নিয়েই সংঘাত। এই প্রেক্ষাপটে কক্সবাজারের উখিয়ার রোহিঙ্গা শিবিরে গুলিযুদ্ধে নিহত হয়েছে ২ জঙ্গি। মায়ানমারের জঙ্গিগোষ্ঠী আরাকান স্যালভেশন আর্মি (আরসা) ও মায়ানমারের বিদ্রোহী সংগঠন রোহিঙ্গা সলিডারিটি অর্গানাইজেশনের (আরএসও) মধ্যে হয় এই গুলির লড়াই। মঙ্গলবার রাত

এরপর ৩ পাতায়

ফের অভিষেককে তলব করল ইডি

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অভিষেক বন্দ্যোপাধয়ায়কে ফের তলব। ফের তলব করল ইডি। আগামী সোমবার, ৯ অক্টোবর, ফের তলব করা হয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধয়ায়কে। সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরার জন্য তলব করা হয়েছে। ২৮ সেপ্টেম্বর অভিষেক বন্দ্যোপাধয়ায়কে তলব করেছিল ইডি। দিল্লিতে যেদিন তৃণমূলের ধরনা কর্মসূচি, সেদিনই হাজিরার জন্য তলব করে নোটিস পাঠায় ইডি।বাবা-মায়ের পাশাপাশি স্ত্রী রুজিরা বন্দ্যোপাধয়ায়কেও তলব করেছে ইডি। আগামী সপ্তাহে হাজিরার জন্য তলব করা হয়েছে রুজিরা বন্দ্যোপাধয়ায়কে। কারণ রুজিরাও একসময় লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের ডাইরেকটর ছিলেন। কয়লা পাচার মামলায় এর আগে রুজিরা বন্দ্যোপাধয়ায়কে দিল্লি ও কলকাতায় তলব করা হলেও, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় এই প্রথমবার তলব করল ইডি। অর্থাত, নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিষেক বন্দ্যোপাধয়ায়ের পুরো পরিবারকেই তলব ইডির। সোমবার ডাক অভিষেক বন্দ্যোপাধয়ায়কে। সিজিও কমপ্লেক্সে তলব। পাশাপাশি, আগামী সপ্তাহে হাজিরার জন্য তলব রুজিরা বন্দ্যোপাধয়ায়কে। ওদিকে চলতি সপ্তাহে তলব বাবা-মাকে।তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে ৩ অক্টোবর সিজিও কমপ্লেক্সে সকাল সাড়ে ১০টায় হাজিরার নির্দেশ দেয় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

প্রসঙ্গত এর আগে ১৩ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে না গিয়ে ইডির দফতরে হাজিরা দিয়েছিলেন অভিষেক। সেদিন দিল্লিতে ছিল ইন্ডিয়া জোটের কো-অর্ডিনেশন কমিটির প্রথম 'সমন্বয়' বৈঠক। ইডি দফতরে হাজিরা দেওয়ায়, কো-অর্ডিনেশন কমিটির গুরুত্বপূর্ণ

এরপর ৩ পাতায়

অভিষেকদের রাজভবন অভিযানের আগে ফিরবেন কি আনন্দ বোস?

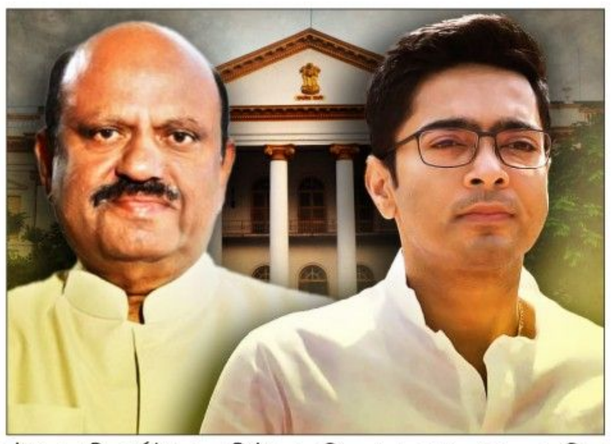

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : মঙ্গলবার অনেক রাতে দিল্লি থেকে রাজভবন ঘেরাও কর্মসূচির ডাক দিয়েছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সেই দিনেই রাজভবন ছে়ড়ে নিজের রাজ্য কেরলে উড়ে গিয়েছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। রাজভবন সূত্রে খবর, তৃণমূলের কর্মসূচি ঘোষণার অনেক আগে থেকেই কেরল যাওয়ার কথা ঠিক হয়েছিল রাজ্যপালের।কর্মসূচি প্রসঙ্গে জানা গিয়েছিল, রাজ্যপাল যে হেতু রাজ্যের সাংবিধানিক প্রধান এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্যের দায়িত্বে রয়েছেন, তাই তাঁর কাছেই কেন্দ্রীয় বঞ্চনার বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখানো হবে। কিন্তু এখন জানা যাচ্ছে, রাজ্যপাল রাজভবনে নেই। তবে তৃণমূল শীর্ষনেতৃত্ব নিজেদের ঘোষিত কর্মসূচিতে অনড়। মঙ্গলবার রাত থেকেই কলকাতার কর্মসূচির প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছেন তাঁরা। তবে এ বিষয়ে দলের তরফে কেউই কোনও মন্তব্য করতে চাইছেন না। এক প্রবীণ নেতার কথায়, কর্মসূচি ঘোষণা করেছেন অভিষেক, তাই তিনিই যা বলার বলবেন।সেই নির্দিষ্ট কর্মসূচি মেনেই তিনি কলকাতা ছেড়েছেন। মঙ্গলবার রাতে দিল্লিতে অভিষেক বলেছেন, "কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আমাদের সঙ্গে দেখা না করে পিছনের দরজা দিয়ে পালিয়ে গিয়েছেন। রাজ্যপাল

এরপর ৩ পাতায়

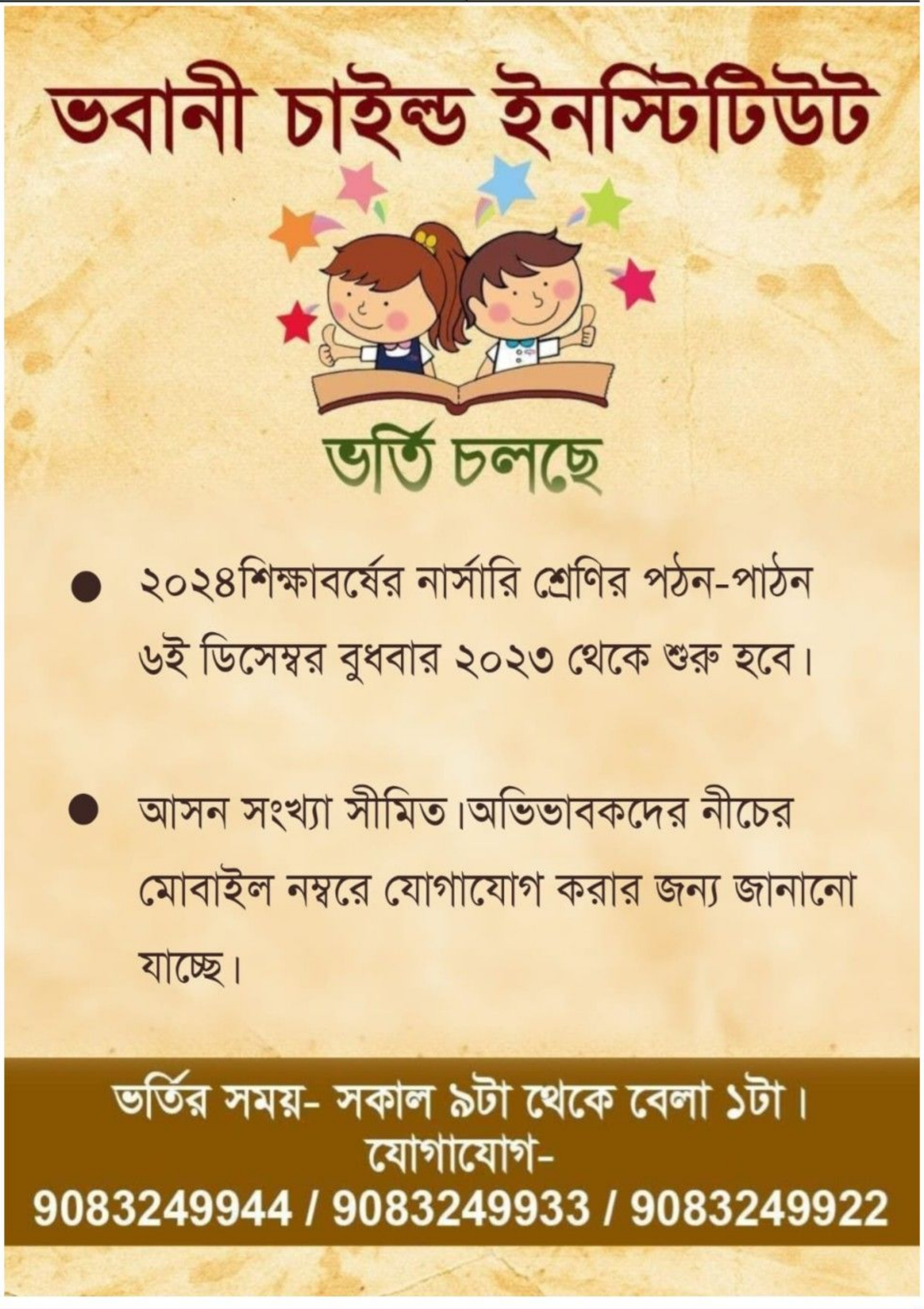

পুজোয় চলুন তীর্থ ভ্রমণে

রসিক গৌরাঙ্গ দাস : নিউজ সারাদিন : শুভ্র কাশের বন। নীল আকাশ। শিশির সিক্ত শিউলি। পেজা তুলোর মতো মেঘের আনাগোনা। শ্রাবন সিক্ত প্রকৃতি অপরূপা। যেন আনন্দময়ীকে স্বাগত জানাতে প্রস্তুতি নিচ্ছে। ঘরে ঘরে মহানন্দের প্লাবন। শরতের নির্মল রৌদ্রজ্জ্বল প্রকৃতির স্পর্শে প্রানের উচ্ছ্বাস। শারদীয়া উৎসব মুখর দিনগুলি হয়ে উঠবে রোমাঞ্চকর। সাধ ও সাধ্যের মধ্যে মন চায় কোথাও বেরিয়ে পড়তে। স্বল্প সময়ে স্বল্প খরচে একবার ঘুরেই যান না? সবান্ধবে সপরিবারে একবার পরখ করে দেখেই যান না? শহরের কোলাহল থেকে দূরে, সম্পূর্ণ দূষণমুক্ত পরিবেশ, মানুষের হাতে গড়া মন্দিরময় শ্রীমায়াপুর ধাম। পশ্চিমবঙ্গের অভ্যন্তরে, কলকাতা থেকে মাত্র ১০০ কিলোমিটার দূরে। রাস্তার ধারে ধারে গাছের ছায়ায় আলপনা আঁকা। গঙ্গার তীরে তীরে অসংখ্য কাশ ফুলে মুক্ত বাতাসের হিন্দোলে মন উদাস হয়ে যায়। সীমাহীন সবুজের সমারোহ- যা আপনাকে দিতে পারে অন্য অনুভূতি। এমন অনিন্দ্যসুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ যেকোন মানুষকে বেঁধে ফেলতে পারে যখন তখন। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড, যেখানে পতিত পাবন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মগ্রহণ করেছিলেন।তাঁর প্রচারিত কৃষ্ণনাম সমগ্র বিশ্বকে এক সূত্রে গাঁথতে পেরেছে।

এখানে ভাগীরথী-কুলকুল ধ্বনিতে বয়ে চলেছে মহাসাগরের দিকে,অপরপ্রান্তে জলঙ্গী-নদী অফুরন্ত জলরাশি নিয়ে মিলেছে এখানে।দুই নদীর সঙ্গম স্থলে চাঁদনী রাতে নৌকা বিহার আপনাকে দিতে পারে অনাবিল আনন্দ।দুই নদীর জলধারার রঙ -ই আলাদা। মায়াপুর-নবদ্বীপের প্রধান আকর্ষণ ইসকন-শ্রীমায়াপুর চন্দ্রোদয় মন্দির। যেখানে রয়েছে বিশ্বের সবচেয়ে বড়-পঞ্চতত্ত্ব-বিগ্রহ। (শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু, শ্রীঅদ্বৈত আচার্য, শ্রীগদাধর পন্ডিত এবং শ্রীবাস পন্ডিত) এই পাঁচ বিগ্রহের মিলিত ওজন ১৭,০০০ কেজি। উচ্চতা বেদি সমেত ৯ ফুট সম্পুর্ণ নিখাদ অষ্টধাতু দ্বারা নির্মিত হয়েছে তামিলনাড়ুর কুম্ভকোনমে । গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০০৪ বিগ্রহগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখন ডঙজখউ গ্রিনেস বুকে নাম ওঠার অপেক্ষায়। এছাড়া রয়েছে রাধাকৃষ্ণ, অষ্টসখী ও নৃসিংহ দেবের বিগ্রহ এবং ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য এ সি ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের অপূর্ব সুন্দর বিগ্রহ। সারা বিশ্বের শ্রদ্ধালু ভক্তি ভাবনার মানুষ ছুটে আসেন এখানে শান্তির সন্ধানে, অমৃতের সন্ধানে। মায়াপুর পরিনত হয় MINI WORLD-এ। সকলের মুখেই উচ্চারিত হয় হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র। এ যেন এক অন্য জগত। দর্শনীয় স্থান: প্রভুপাদের পুস্প সমাধি মন্দির, পশ্চিমবঙ্গের মন্দির সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো জায়গার উপর প্রতিষ্ঠিত। এ মন্দির এশিয়া মহাদেশের মধ্যে মর্মর আস্তরণে বর্ণাঢ্য বৃহত্তম গম্বুজ অভ্যন্তরের জন্য বিখ্যাত। মন্দিরের দোতলায় আছে প্রভুপাদের জীবন ও কর্মকাণ্ডের উপর আধারিত এক অনিন্দ্য সুন্দর প্রদর্শনী। গুরুকূল: বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের ছাত্ররা এখানে বৈদিক পদ্ধতিতে পড়াশোনা করে। গোশালা: বিভিন্ন জাতের ৫০০ টি গোরু আছে। এখানে গো সংরক্ষণ করা হয়। প্রতিটি গরুকে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত এখানে সযত্নে পালন করা হয়। ভজন কুটির: ইসকনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য প্রভুপাদ প্রথম এই কুটিরেই থাকতেন। এখানে ১৯৭২ সাল থেকে সারা বছর ধরে ঘড়হ ঝঃড়ঢ় হরিনাম সংকীর্তন চলছে বিশ্ব কল্যানের জন্য এবং শ্রীশ্রী গৌরনিতাই বিগ্রহের নিত্য পুজো হচ্ছে। এছাড়া রয়েছে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষা সম্বন্ধীয় প্রদর্শনী।প্রভুপাদের আবাসগৃহ। ইসকন মন্দিরের আরতি,দর্শন,সন্ধ্যারতি,পূজার্চ্চনা -অত্যন্ত মনোমুগ্ধকর এবং নয়নাভিরাম। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের ভক্তবৃন্দের সন্মিলিত সংকীর্ত্তন আপনাকে দেবে অনাবিল আধ্যাত্মিক আনন্দ। গড়ে উঠতে চলেছে বৈদিক প্ল্যানেটরিয়াম: পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলায় ইসকনের প্রধান কেন্দ্র মায়াপুরে গড়ে উঠতে চলেছে বিশ্বের বৃহত্তম হিন্দু মন্দির (Vedic Planetarium)।২০১০ সালের ১৪ ই ফেব্রুয়ারি এই মন্দিরের নির্মাণকাজ শুরু হয়।এই মন্দিরের উচ্চতা ১১৩মিটার। এই মন্দিরটিতে রয়েছে ৩টি গম্বুজ।এই প্ল্যানেটরিয়ামের প্রধান গম্বুজটি বিশ্বের যেকোনো ধর্মীয় কাঠামোর দীর্ঘতম এবং প্রশস্ত গম্বুজ।এই প্ল্যানেটরিয়ামে ভগবদগীতার বিবরন অনুসারে মহাবিশ্বের সৃষ্টি তত্ত্বকে চিত্রিত করবে। বহিরাগত দর্শনার্থীদের রাত্রি যাপনের সুন্দর ও নিরাপদ সুব্যবস্থা রয়েছে, অতিথি ভবন ও ধর্ম্মশালায়। প্রায় তিন হাজার অতিথি থাকতে পারেন মন্দির চত্বরে। অতিথিদের জন্য সুস্বাদু-উত্তম নিরামিষ ভোগ প্রসাদের ব্যবস্থা আছে। প্রতিদিন গড়ে প্রায় ৩০ থেকে ৩৫ হাজার ভক্তবৃন্দ ভোগ প্রসাদ করে থাকেন।তা ছাড়া মন্দির চত্বরে রয়েছে দেশ-বিদেশের খাবার সমৃদ্ধ গোবিন্দ রেস্টুরেন্ট সকল ৭ টা হইতে

এরপর ৩ পাতায়

কেডিএম এর বিশ্বকাপ ক্যাম্পেইন চালু

"কারো দিল কি মার্জি ইন্ডিয়া কেডিএম এর সাথে"

Kolkata, 3rd October, 2023: নিউজ সারাদিন : কেডিএম, ভারতের শীর্ষস্থানীয় মোবাইল আনুষাঙ্গিক ব্র্যান্ড, "কেডিএম এর সাথে করো দিল কি মারজি ভারত" বিশ্বকাপ ক্যাম্পেইন শুরু করেছে। ক্রিকেট ভারতে একটি ধর্ম হিসাবে বিখ্যাত, আসন্ন বিশ্বকাপ ভারতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে, ১৪০ কোটি ভারতীয়দের মধ্যে উত্তেজনা অপ্রতিম। প্রত্যেক ভারতীয় যেমন স্বপ্ন দেখে এবং ভারতের ঘরের মাঠে বিশ্বকাপ জেতার কামনা করা, কেডিএম এর লক্ষ্য হল তাদের একটি অতুলনীয় ক্রিকেট অনুভব প্রদান করা।

দেশ জুড়ে আয়োজিত এই টুর্নামেন্টের সাথে, প্রতিটি ব্যক্তি বয়স নির্বিশেষে, তাদের স্ক্রিনের সাথে আঠার মতন জুড়ে থাকবে। যাহোক, দৈনন্দিন রুটিন এবং অনিবার্য কাজের ভঙ্গি ভক্তদের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ। তাদের বেশিরভাগই গন্তব্যের জন্যে চলাচলে থাকবে, অথবা তাদের দৈনন্দিন কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। তাদের জন্যে একমাত্র বিকল্প থাকবে মোবাইল ডিভাইসে ম্যাচগুলি দেখা। কেডিএম এই প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে এবং মোবাইল এবং অডিও এক্সেসরিজ একটি নির্দিষ্ট শ্রেণী মাধ্যমে প্রতিটি ফ্যান্সদের জন্য আনন্দ নিয়ে আসে।

স্টেডিয়ামের পরিবেশ এবং টেলিভিশনে ম্যাচ দেখার মধ্যে ব্যবধান দূর করতে, কেডিএম ইয়ারপড, নেকব্যান্ড, ইয়ারফোন, পাওয়ার ব্যাঙ্ক, মাল্টি-প্রটোকল এবং দ্রুত চার্জার, সাউন্ড বার এবং স্পিকার সহ উচ্চ মানের এক্সেসরিজ বিস্তৃত পরিসরে অফার করে। কেডিএম-এর উচ্চ বেস এবং স্টাইলিশ ইয়ারপড গুলোর সাথে, ক্রিকেট প্রেমীরা তাদের প্রিয় দলের জন্য উল্লাস করার সময় ব্যক্তিগত স্টেডিয়ামের পরিবেশ অনুভব করতে পারবেন। কেডিএম পাওয়ার ব্যাঙ্কগুলি নিশ্চিত করবে যে চলতে চলতে মোবাইল চার্জ শেষ না হয়। কেডিএম -এর মাল্টি-প্রটোকল এবং দ্রুত চার্জার বাড়িতে এবং অফিসে দক্ষতার সাথে ফোন চার্জ করে থাকে। এছড়াও কেডিএম সাউন্ড বার এবং স্পিকার বন্ধু এবং পরিবারের সাথে ম্যাচ দেখার অভিজ্ঞতাকে উন্নত করে এবং সাপ্তাহিক ছুটির দিনগুলোকে ব্যক্তিগত ক্রিকেট পার্টির মতো করে তোলে।

কেডিএম -এর টাকার মূল্য-প্রিমিয়াম মোবাইল এক্সেসরিজ প্রত্যেক ক্রিকেট প্রেমীর রক্ষাক, ভারতের জন্য উতসাহীভাবে উল্লাস করার এবং প্রতিটি ম্যাচের প্রতিটি মুহূর্ত দেখার তাদের ইচ্ছা পূরণ করে। প্রচারের এই মাধ্যম, "কারো দিল কি মারজি ভারত কেডিএমের সাথে প্রিমিয়াম মোবাইল এক্সেসরিজ" প্রতিটি ক্রিকেট প্রেমীর আকাঙ্খা এবং আবেগের সাথে পুরোপুরি মেল খায়।

ক্রিকেট উদযাপনের অংশ হিসেবে, কেডিএম করো দিল কি মার্জি ইন্ডিয়ার জার্সি এবং ব্যাট সহ পণ্যের একটি বিশেষ সংস্করণ ও প্রকাশ করেছেন এছাড়াও, ব্র্যান্ডটি তার কেডিএম ষ্টার ১১ টি পণ্য লঞ্চ করেছে, যা টিম ইন্ডিয়ার তারকা খেলোয়াড়দের চিত্রিত করে।

এন ডি মালি, প্রতিষ্ঠাতা, কেডিএম বলেন "কেডিএম সারা ভারত জুড়ে ফ্যান্সদের জন্য ক্রিকেট দেখার অভিজ্ঞতা বাড়াতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ,"। "আমাদের প্রিমিয়াম মোবাইল এক্সেসরিজ এর মাধ্যমে, আমাদের লক্ষ্য হল বিশ্বকাপের আনন্দ এবং উত্তেজনা সরাসরি প্রত্যেকের হাতের নাগালে পৌঁছে দেওয়া।"

বি এইচ সুথার, সহ-প্রতিষ্ঠাতা কেডিএম, বলেন "কারো দিল কি মারজি ইন্ডিয়া কেডিএম সাথে,ক্যাম্পেইন আমাদের বিশেষ সংস্করণের পণ্যদ্রব্য এবং কেডিএম স্টার ১১ পণ্য প্রকাশের সাথে, এটি ক্রিকেট সমর্থকদের সম্ভাব্য সেরা অভিজ্ঞতা প্রদানের প্রতি আমাদের উৎসর্গ প্রতিফলিত করে।

নতুন বছরে স্লীপার কোচের

উপহার বন্দে ভারতের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সাধের বন্দে ভারত নিয়ে নিত্য নতুন খবর আসতেই থাকে । কয়েকদিন আগেই জানা গিয়েছিল, একেবারে বিদেশী কায়দায় ট্রেন ঝা চকচকে রাখতে নতুন ব্যবস্থা বন্দে ভারতে। এবার জাপানের বুলেট ট্রেনের মডেলে একটি সফরের পর ট্রেন পরিষ্কার করতে নেওয়া হবে মাত্র ১৪ মিনিট।উল্লেখ্য, সম্প্রতি বন্দে ভারতের যাত্রী স্বাচছন্দ্য আগের থেকে বেড়েছে। এক্সিকিউটিভ ক্লাসের আসন থেকে ট্রেনের আলো কিংবা শৌচাগার- সবেতেই পরিবর্তনের ছায়া। আগামী বছরই লোকসভা নির্বাচন। তার আগে বন্দে ভারতের আধুনিকীকরণের পথে হেঁটে যাত্রীদের নতুন করে আকর্ষণ করতে চাইছে কেন্দ্র, এমনটাই মনে করা হচ্ছে।সেই ব্যবস্থা ইতিমধ্যে ১ অক্টোবর থেকেই শুরু হয়ে গিয়েছে। এরমধ্যে ফের বন্দে ভারত নিয়ে নয়া আপডেট রেলমন্ত্রীর। অশ্বিনী বৈষ্ণো জানিয়ে দিলেন, ২০২৪ সালে মধ্যেই স্লিপার কোচ থাকবে বন্দে ভারত ট্রেনে।

নিজের এক্স হ্যান্ডলেই এই আপডেট দিয়েছেন রেলমন্ত্রী। শুধু স্লীপার কোচের ঘোষণা করেই ক্ষান্ত হননি তিনি। সঙ্গে শেয়ার করেছেন বন্দে ভারতের স্লিপার কেমন হবে তার মডেলের ছবিও। জানিয়ে দিয়েছেন ২০২৪ সালের শুরুর দিকেই এই কোচ যুক্ত হয়ে যাবে বন্দে ভারত এক্সপ্রেসে। বেশ কয়েকটি ছবি শেয়ার করেছেন তিনি। নিঃসন্দেহে তা দৃষ্টিগ্রাহী। এমন স্লিপার কোচ যে যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য দেবে সেবিষয়ে নিশ্চিত ওয়াকিবহাল মহল।

ডিইউ ডিজিটাল গ্লোবাল ভারতীয় ভ্রমণকারীদের জন্য

থাইল্যান্ডের ভিসা আবেদন প্রক্রিয়াতে যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটাতে প্রস্তুত

Kolkata, 3 October, 2023: নিউজ সারাদিন : ডিইউ ডিজিটাল গ্লোবাল লিমিটেড হল একটি বিশিষ্ট ভিসা পরিষেবা প্রদানকারী সংস্থা, সারা দেশ জুড়ে ভিসা আবেদন কেন্দ্রগুলির নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য ভারতে রয়্যাল থাই দূতাবাস দ্বারা নির্বাচন ঘোষণা করতে পেরে আমরা গর্বিত। এই পরিবর্তন এর দরুন থাইল্যান্ডে ভারতীয় ভ্রমণকারীদের দ্রুত এবং স্বচ্ছ ভিসা আবেদন পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির সূচক হবে।

বাংলাদেশ, মালয়েশিয়া, জর্জিয়া, গ্রীস সহ বিভিন্ন দেশের ভিসা আবেদন কেন্দ্র পরিচালনার একটি বিশিষ্ট ট্র্যাক রেকর্ড সহ, ডিইউ ডিজিটাল বিশ্বব্যাপী ভিসা আবেদন প্রক্রিয়ায় দক্ষতা এবং স্বচ্ছতার একটি নতুন যুগের সূচনা করতে প্রস্তুত।

রয়্যাল থাই দূতাবাসের ডুডিজিটাল গ্লোবালের নির্বাচন ভারতীয় ভ্রমণকারীদের নির্বিঘ্নে ভিসা আবেদনের অভিজ্ঞতা প্রদানে তার অটল প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে। এই সহযোগিতা থাইল্যান্ডের মনোমুগ্ধকর ল্যান্ডস্কেপ অন্বেষণ করতে আগ্রহী ব্যক্তিদের জন্য ভিসা আবেদন প্রক্রিয়াকে সরল ও দ্রুত গতি প্রদান করতে প্রস্তুত।

মি. শিবাজ রাই, ডিরেক্টর, ডিইউ ডিজিটাল গ্লোবাল লিমিটেডের বলেন, "ভারতে ভিসা আবেদন কেন্দ্র পরিচালনার জন্য রয়্যাল থাই দূতাবাস দ্বারা নির্বাচিত হতে পেরে আমরা গর্বিত ।" এই দক্ষ ভিসা প্রক্রিয়াকরণ পরিষেবা প্রদান করতে পারাটাই আমাদের কওরজোর একটি প্রমাণ।" মি. শিবাজ রাই আরও বলেন, "আমাদের লক্ষ্য একদম পরিষ্কার" আমরা আমাদের মূল্যবান গ্রাহকদের কাছে কম সময়ে ভিসা প্রক্রিয়াকরণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা পৌঁছে দিতে পারি।

ডিইউ ডিজিটাল গ্লোবালে অত্যাধুনিক ভিসা আবেদন কেন্দ্রগুলির মাধ্যমে বিশেষ সুবিধা সহ আবেদন জমা সহ, সম্পূর্ণ নথি সঠিকভাবে পরীক্ষা করা এবং দক্ষ বায়োমেট্রিক ডেটা সংগ্রহ করা। কোম্পানির অত্যাধুনিক প্রযুক্তি এবং উচ্চ প্রশিক্ষিত কর্মীরা নিশ্চিত করবে যাতে আবেদনকারীরা সর্বোচ্চ মানের পরিষেবা পান।

গ্রাহকদের উন্নত সেবা প্রদানের জন্য একটি কৌশলগত পদক্ষেপেএ, ডিইউ ডিজিটাল গ্লোবাল শীঘ্রই সল্টলেক এলাকায় একটি নতুন ভিসা আবেদন কেন্দ্র উন্মোচন করবে। কোম্পানির এই সম্প্রসারণ ভারতীয় পর্যটকদের কাছে পৌঁছানো এবং সহায়তা করার জন্য কোম্পানির কার্যকে প্রতিফলিত করে। আবেদনকারীরা বর্তমানে কলকাতায় তাদের ভিসার আবেদন জমা দিতে অ্যাক্রোপলিস মল, ইউনিট ৬/১, ৬তলা, ১৮৫৮, রাজডাঙ্গা মেইন রোডে এ যেতে পারেন।

ডিইউ ডিজিটাল গ্লোবাল রয়্যাল থাই দূতাবাসের সাথে একটি রূপান্তরমূলক যাত্রা শুরু করছে, যা আরও সাজানো এবং দক্ষ ভিসা আবেদন প্রক্রিয়ার প্রস্তাব দিয়ে ভারত ও থাইল্যান্ডের মধ্যে সম্পর্ক জোরদার করার জন্য এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করার জন্যে প্রস্তুত।

আপনি সাংসদ, আপনার তো লুকনোর কিছু নেই: হাইকোর্ট

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডি-র কাছে লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস সংক্রান্ত নথি চেয়েছিলেন হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা।সেই সূত্রেই তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে তলব করেছিল ইডি। বিচারপতি সিনহার সেই নির্দেশ যে যুক্তিযুক্ত ছিল, সে কথাই এবার বলল ডিভিশন বেঞ্চ। কোম্পানির টাকার লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য সামনে আসা উচিত বলে উল্লেখ করল বিচারপতি সৌমেন সেন ও বিচারপতি উদয় কুমারের ডিভিশন বেঞ্চ।সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র জেলে আছেন, আর তিনি ওই সংস্থার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাই সব লেনদেন সামনে আসা উচিত বলে মন্তব্য করেছে ডিভিশন বেঞ্চ। অভিষেকের উদ্দেশে বিচারপতি বলেন, "আপনার লুকনোর কিছু নেই। আপনি একজন সাংসদ। যদি আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকে তাহলে এটা সামনে আনা উচিত।" একইসঙ্গে ইডি সম্পর্কে বিচারপতি বলেন, "বোঝা যাচ্ছে ইডি যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী নয়। এটা দুর্ভাগ্যজনক।" অবৈধ লেনদেনের অভিযোগ থাকলে ডিরেক্টর, সিইও-দের হিসেব দিতে হয় বলেও উল্লেখ করেছে ডিভিশন বেঞ্চ।বিচারপতি অমৃতা সিনহার নির্দেশেই কার্যত সিলমোহর দেওয়া হয়েছে।

বিচারপতি সিনহার সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হয়েছিলেন অভিষেক। বুধবার সেই মামলার শুনানিতে বিচারপতি সৌমেন সেন অভিষেকের আইনজীবীর কাছে জানতে চান, "লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের সঙ্গে আপনার মক্কেল কীভাবে যুক্ত?" উত্তরে কিশোর দত্ত জানান, "ওই কোম্পানির সিইও তিনি।"

বিচারপতি সৌমেন সেন বলেন, "আপনি যদি সিইও হন, তাহলে সম্পত্তির কথা জানাতে সমস্যা কোথায়?" আইনজীবী কিশোর দত্ত জানান, ইডি-র তরফে যা যা চাওয়া হয়েছে দেওয়া হয়েছে, সবকিছু দেওয়া হয়েছে। প্রমাণের জন্য ডাকা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে সমনে। আইনজীবীর বক্তব্য শুনে বিচারপতি বলেন, "যদি এটা মানিট্রেল হয়, তাহলে এই নথিগুলি প্রয়োজনীয়। সেটা খুঁজে বের করার জন্য এগুলি দরকার।

১-ম পাতার পর

ফের অভিষেককে তলব করল ইডি

সদস্য হওয়া সত্ত্বেও সেই বৈঠকে যোগ দিতে পারেননি তিনি। লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস ইস্যুতে দীর্ঘ সাড়ে ৯ ঘণ্টারও বেশি সময় সেদিন ইডির জেরার মুখোমুখি হন তিনি। কিন্তু এবার আর ইডি হাজিরায় যাননি অভিষেক। হাজিরা দিতে না যাওয়ার কথা টুইট করে জানান অভিষেক। চ্যালেঞ্জ ছোড়েন, 'পারলে আমাকে আটকে দেখাও!' সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরার বদলে বকেয়া আদায়ে দিল্লিতে প্রতিবাদ কর্মসূচিতে সামিল হন অভিষেক। এমনকি গতকাল কৃষি ভবনে গিয়ে ধরনা দেওয়ায় তাঁকে আটকও করে দিল্লি পুলিস। পরে ছেড়ে দেয়। শুধু অভিষেক বন্দ্যোপাধয়ায় নন, নিয়োগ দুর্নীতিতে এবার নজরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা, মা-ও! লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস মামলায় অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও লতা বন্দ্যোপাধ্যায়কেও তলব করেছে ইডি। চলতি সপ্তাহে সিজিও কমপ্লেক্সে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ৬ অক্টোবর তলব করা হয়েছে অভিষেকের মা লতা বন্দ্যোপাধয়ায়কে। বাবা অমিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৭ অক্টোবর তলব করেছে ইডি। ইডি সূত্রের খবর, লিপস অ্যান্ড বাউন্ডসের ডিরেক্টর ছিলেন অমিত বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী লতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ঠিক কী ভূমিকা ছিল তাঁদের? তা জানতে চান তদন্তকারীদের। আনতে বলা হয়েছে সংস্থা আয়-ব্যয় সংক্রান্ত নথিও।

১-ম পাতার পর

অভিষেকদের রাজভবন অভিযানের আগে ফিরবেন কি আনন্দ বোস?

কেন্দ্রের প্রতিনিধি। আমরা তাই তাঁর সঙ্গে দেখা করে বাংলার বঞ্চিত মানুষের কথা বলব। যে ৫০ লক্ষ চিঠি আমরা নিয়ে এসেছিলাম, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তা নেননি। তাই সেই চিঠিগুলি আমরা রাজ্যপালকে দেব।" কিন্তু রাজ্যপাল রাজভবনে না থাকায় তাঁর এই ঘোষণা কতটা কার্যকর হবে তাই নিয়ে উঠছে প্রশ্ন।রাজ্যপালের কেরল যাওয়ার খবরেই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে যে, তাহলে কি রাজ্যপালহীন রাজভবনের সামনেই ঘেরাও কর্মসূচি করবেন অভিষেক? শাসকদলের তরফেই খোঁজখবর নেওয়া শুরু হয়েছে, যে আদৌ রাজ্যপাল বৃহস্পতিবার কলকাতায় ফিরবেন কি না। তবে রাজভবনের একটি সূত্র জানাচ্ছে, বৃহস্পতিবার রাজ্যপাল বোসের কলকাতা ফেরার বিষয়ে তাদের কাছে কোনও নিশ্চিত খবর নেই। তাই তারা ধরেই নিচ্ছে, বৃহস্পতিবার রাজ্যপাল রাজভবন থাকবেন না। সে ক্ষেত্রে তৃণমূল নেতৃত্ব সমাবেশের পরে যদি রাজ্যপালের দফতরে কোনও ডেপুটেশন জমা দেন, তবে তা নেওয়ার প্রস্তুতি রাখছে রাজভবন। প্রয়োজনে তারা সেই ডেপুটেশনের কপি পাঠিয়ে দেবেন কেরলে রাজ্যপালের কাছে।মঙ্গলবার দিল্লিতে গ্রামোন্নয়নমন্ত্রী গিরিরাজ সিংহের সঙ্গে সাক্ষাতের আবেদন জানালেও শেষ পর্যন্ত দেখা করার জন্য সময় দিয়েছিলেন প্রতিমন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি। কিন্তু মঙ্গলবার অনেক রাতে তিনি জানিয়ে দেন, তৃণমূলের প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সাক্ষাত করবেন না। এমন কথা জানতে পেরেই কৃষি ভবনের ভিতরে অভিষেকের নেতৃত্বে ধর্না শুরু হয়। তার পর দিল্লি পুলিশ কৃষি ভবন থেকে বার করে মুখার্জি নগর থানায় নিয়ে যায় তৃণমূল নেতৃত্বকে। সেখান থেকে ছাড়া পাওয়ার পরেই অভিষেক এক লক্ষ কর্মী নিয়ে রাজভবন ঘেরাওয়ের কর্মসূচি ঘোষণা করে দেন।

১-ম পাতার পর

রোহিঙ্গা শিবিরে বাড়ছে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ

থেকে শুরু হওয়া এনকাউন্টার শেষ হয় বুধবার ভোরে।

কক্সবাজার আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়নের অধিনায়ক মহম্মদ ইকবাল জানান, মঙ্গলবার রাত ১২টা নাগাদ ক্যাম্প-৮ ডব্লিউ এলাকায় আরসা ও আরএসও'র মধ্যে গুলিযুদ্ধ হয়। আরএসও'র ছোড়া গুলিতে আরসার কিলিং গ্রুপের শীর্ষ কমান্ডার চাকমাইয়া ইউসুফ গুলিবিদ্ধ হয়। পরে তাকে জবাই করে হত্যা করা হয়। চাকমাইয়া ইউসুফ ক্যাম্প-৯ এলাকার বাসিন্দা। তার বিরুদ্ধে তিনটি হত্যা মামলা রয়েছে। এদিকে, মঙ্গলবার রাতের ঘটনার জেরে আরসার সদস্যরা আজ বুধবার ভোর ৫টা নাগাদ ১৫ নম্বর ক্যাম্পে আরএসও'র ওপর হামলা চালায়। এসময় আরাফাত নামে আরএসও'র এক সদস্যকে হত্যা করে আরসার সন্ত্রাসীরা।

২ পাতার পর

পুজোয় চলুন তীর্থ ভ্রমণে

রাত ৯ টা পর্যন্ত খোলা থাকে। শ্রীধাম মায়াপুর মন্দিরময় পরিবেশে থেকে দু-পা হেঁটে গেলে গ্রামের মনোমুগ্ধকর পরিবেশে দেখতে পাবেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জন্মস্থান, মাসির বাড়ি, শ্রীবাস অঙ্গন, ভক্ত চাঁদকাজীর সমাধি, ঐতিহাসিক বল্লাল সেনের ঢিপি,মায়াপুরের গঙ্গা মায়ের মন্দির ও রাজাপুরের প্রসিদ্ধ জগন্নাথ মন্দির ইত্যাদি। গঙ্গার অপর পারে রয়েছে সোনার গৌরাঙ্গ, মহাপ্রভু মঠ, বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্মস্থান ইত্যাদি। কৃষ্ণনগরে রয়েছে রাজবাড়ি, মৃৎশিল্পের পীঠস্থান ঘূর্ণি, রসনা তৃপ্তির জন্য পরখ করে দেখতে পারেন কৃষ্ণনগরের সরভাজা,সরপুরিয়া এবং নবদ্বীপের ক্ষীর,দই। এবার পুজোয় আসুন মায়াপুরে। শহরের কোলাহল থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত, নিখাদ শান্ত, নির্মল পরিবেশে ইসকন মন্দির সেজে উঠেছে অতিথিকে স্বাগত জানাতে। পরিস্কার পরিচ্ছন্ন, নিখুঁত সাজানো ফুলের বাগান, ফোয়ারা কেয়ারি, মোহময় কৃষ্ণনাম পৌঁছে দেবে শান্তির সাম্রাজ্যে। মন্দিরে অবস্থান কালিন প্রতিটি মুহূর্ত অতিথিদের মনের মণিকোঠায় উজ্জ্বল হয়ে থাকবে চিরদিন। পথ নির্দেশিকা: ১) কলকাতার ধর্মতলা থেকে মায়াপুর আসার বাসের ব্যবস্থা আছে। ২) শিয়ালদহ স্টেশন থেকে কৃষ্ণনগর বা নবদ্বীপ ট্রেনে আসতে পারেন। ৩) হাওড়া ও ব্যান্ডেল স্টেশন থেকে নবদ্বীপ ট্রেনে আসতে পারেন। ৪) কৃষ্ণনগর থেকে বাসে মায়াপুর এবং নবদ্বীপ আসা যায়। ৫) নবদ্বীপ ও মায়াপুরে নৌকায় যাতায়াতের ব্যবস্থা আছে। ৬) আর সমস্ত মন্দির ও স্থানীয় স্থান ভ্রমণের মাধ্যম হিসেবে বেছে নিতে পারেন- রিক্সা, টোটো অথবা ভ্যান গাড়ি। সুতরাং নিশ্চিন্তে বেড়িয়ে পড়তে পারেন আর করে নিতে পারেন নিজের ভ্রমণের সাধ পূরন।

ফের পাকিস্তানের সঙ্গে সংঘাতে তালিবান!

কী চাইছে আখুন্দজাদার দল?

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : জেহাদি নেটওয়ার্কের মাঝখানে পাকিস্তান মাকড়সা! আর মাকড়সা নাকি কখনও নিজের জালে জড়ায় না। কিন্তু ইসলামাবাদের অবস্থা শোচনীয়। 'মানসপুত্র' তালিবদের কাবুল দখলে মদত দিয়ে এবার হাত কামড়াচ্ছে দেশটি। কারণ, তালিবান শাসনে তুঙ্গে পৌঁছেছে সংঘাত। দুই দেশের মধ্যে ঘনাচ্ছে যুদ্ধের মেঘ।প্রসঙ্গত, আফগানিস্তানের সঙ্গে প্রায় ২ হাজার ৬০০ কিলোমিটার সীমান্ত ভাগ করেছে পাকিস্তান। আর অতীতকাল থেকেই সেই সীমান্ত নিয়ে সংঘাত চলছে কাবুল ও ইসলামাবাদের মধ্যে। ১৯৪৭ সাল থেকে

কোনও আফগান সরকার ডুরান্ড লাইনকে আন্তর্জাতিক সীমান্ত হিসাবে স্বীকৃতি দেয়নি। পাক নীতিনির্ধারকরা মনে করছিলেন তালিবান ক্ষমতায় এলে তারা সেই স্বীকৃতি দেবে। কিন্তু সেই আশায় জল ঢেলে দিল জেহাদিরা।এবার অবৈধ অভিবাসীদের নিয়ে সংঘাতে জড়িয়েছে দুই পড়শি দেশ। মঙ্গলবার অবৈধ আফগান অভিবাসীদের দেশ থেকে বের করে দেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়েছে পাকিস্তানের কেয়ারটেকার সরকার। এই কাজের জন্য ১ নভেম্বর সময়সীমা বেঁধে দেওয়া হয়েছে। বলে রাখা ভালো, এই মুহূর্তে পাকিস্তানে প্রায় ১০ লক্ষ ৭০ হাজার আফগান অভিবাসী রয়েছে। ইসলামাবাদের এহেন পদক্ষেপে রীতিমতো খেপে লাল তালিবান। প্রত্যাঘাতের হুমকিও দিয়েছে মোল্লা আখুন্দজাদার দল। বুধবার আফগান তালিবানের মুখপাত্র জাবিউল্লাহ মুজাহিদ এক্স হ্যান্ডেলে লেখে, 'আফগান শরণার্থীদের প্রতি পাকিস্তানের এই আচরণ মেনে নেওয়া হবে না।'

উল্লেখ্য, এর আগে সীমান্ত নিয়ে সংঘাতে জড়ায় পাক সেনা ও আফগান তালিবান। গত ফেব্রুয়ারি মাসে দুটি পৃথক ঘটনায় পাক সীমান্ত লাগোয়া আফগানিস্তানের নিমরোজ ও নানগরহার প্রদেশে সীমান্ত বরাবর বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু করে পাকিস্তানি ফৌজ। কিন্তু সেই ফেন্সিং ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয় সেখানে মোতায়েন তালিবান সীমান্তরক্ষীরা। শুধু তাই নয়, বাধা দিলে পাক ফৌজিদের গুলি করারও হুমকি দেয় তারা।

ভারী বৃষ্টিতে জলমগ্ন কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকা,

জলে ডুবে বেহালা-দমদম, তীব্র যানজটে দুর্ভোগের আশঙ্কা

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : টানা বৃষ্টিতে নাজেহাল অবস্থা কলকাতাবাসীর। ভারী বৃষ্টিতে রীতিমত জলমগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা। জলে ডুবে রয়েছে বেহালা থেকে দমদম। কলকাতা সহ শহরতলীর বিভিন্ন এলাকায় জল জমে তীব্র যানজটের ফলে যাত্রী দুর্ভোগের আশঙ্কা করা হচ্ছে। তাছাড়াও জল জমে থাকায় সমস্যার মুখে পড়েছেন এলাকার সাধারণ মানুষ।অন্যদিকে, বঙ্গোপসাগরে ঘনীভূত নিম্নচাপের ফলে আরও কয়েক দিন দুর্যোগ চলবে বাংলায়। তাছাড়াও আবহাওয়া দফতর আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কলকাতায় মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়েছে। হাওয়া অফিস সূত্রে খবর, আগামী ২ থেকে ৩ ঘণ্টার মধ্যে বজ্রবিদ্যুত-সহ বিক্ষিপ্ত ভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কলকাতা, হাওড়া এবং নদিয়া জেলায়। এছাড়াও পূর্ব মেদিনীপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতেও মাঝারি থেকে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস।জানা গিয়েছে, ভোররাতের বৃষ্টিতে জল জমেছে আর এন মুখার্জি রোড, মহাত্মা গান্ধী রোড সংলগ্ন ইস্টার্ন রোড এবং বিবাদী বাগের বেশ কিছু অংশে। টানা বর্ষণের জন্য মহাত্মা গান্ধী রোড এবং রবীন্দ্র সরণীর একাংশ জলের নীচে রয়েছে। এছাড়াও আর্মহার্স্ট স্ট্রিট এবং কেশবচন্দ্র স্ট্রিটেরও বেশ কিছু এলাকা জলমগ্ন থাকায় তীব্র যানজটের সৃষ্টি হয়েছে।

ভারী বৃষ্টিতে জলমগ্ন কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকা, তীব্র যানজটে দুর্ভোগের আশঙ্কা

এছাড়াও আজ, অর্থাত বুধবার সারাদিন ধরেই মেঘলা আকাশ থাকবে। এদিন কলকাতার সর্বনিম্ন এবং সর্বোচ্চ তাপমাত্রা যথাক্রমে ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং ২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের কাছাকাছি থাকতে পারে। এদিকে, দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি, উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতেও

বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। একইসঙ্গে বুধ এবং বৃহস্পতিবারেও বর্ষণ চলতে পারে বলে পূর্বাভাস দিয়েছে হাওয়া দফতর।

জরুরি ভিত্তিতে ছুটি বাতিলের ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : পায়ের চোটের জন্য গৃহবন্দি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বাড়ি থেকেই রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন। একইসঙ্গে তিনি সিকিমের মেঘভাঙা বৃষ্টিজনিত পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বিগ্ন। প্রতিবেশী রাজ্য সিকিমের মুখ্যসচিব বাংলার মুখ্যসচিব হরিকৃষ্ণ দ্বিবেদীকে মঙ্গলবার রাত তিনটের সময় সিকিমের অবস্থার কথা জানান।নবান্নের ভার্চুয়াল বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, পরিস্থিতি যাতে হাতের বাইরে চলে না যায়, তার জন্য সকলকে প্রস্তুত থাকতে বলা হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলাতেও প্লাবনের আশঙ্কা রয়েছে। জেলা প্রশাসনকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

তিনি বলেন, আমরা সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি। আমি মুখ্যসচিবকে পূর্বাঞ্চলীয় সেনা প্রধানের সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ রাখতে বলেছি। ডিভিসিতে এত জল জমে গিয়েছে যে জল না ছাড়লে ওদের জলাধার ফেটে যেতে পারে। তবু আমরা ওদের একটু কম করে জল ছাড়তে বলেছি।মুখ্যসচিব ওই রাতেই বিষয়টি মুখ্যমন্ত্রীকে জানিয়েছেন। বুধবার নবান্নে সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে মুখ্যসচিব জরুরি বৈঠক করেন। বাড়ি থেকে তাতে ভার্চুয়ালি যোগ দেন মুখ্যমন্ত্রী।

তিনি বলেন, আমি তো রাতে জেগেই থাকি। পায়ের চোট সারতে আরও কিছু সময় লাগবে। বাড়ি থেকেই সব মনিটর করছি।

মুখ্যমন্ত্রীর স্পিকার অন রেখে এদিন নবান্নে বৈঠক সারেন মুখ্যসচিব। মমতা বলেন, সিকিমের সঙ্গে দার্জিলিং, কালিম্পংয়ের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে। সিকিম আমাদের সাহায্য চেয়েছে। আমি নজর রাখছি। উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতিও ভালো নয়। আমি নিজে ২৪ ঘণ্টা কাজ করছি। জরুরি পরিস্থিতিতে ছুটি বাতিল থাকবে বলে জানিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী।

মেঘভাঙা বৃষ্টিতে উত্তর সিকিমের লোনাক লেক ভেসে গিয়েছে। তার জেরে চুংথাম বাঁধ ভেঙে গিয়ে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে। ফলে তিস্তার জল বেড়ে গিয়েছে। তার উপর উত্তরবঙ্গে সমানে বৃষ্টি হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, উত্তরবঙ্গে মন্ত্রী এবং অফিসারদের পাঠানো হয়েছে। উত্তরবঙ্গের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষকে উদ্ধার করে নিরাপদে সরিয়ে আনা হবে। জলের স্রোত একটু কমলে তিস্তার বাঁধ মেরামতির কাজ শুরু হবে।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২৭৪ সংখ্যা ০৫ অক্টোবর, ২০২৩ বৃহস্পতিবার ১৭ আশ্বিন, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

গণতন্ত্রের পক্ষে অন্ধকার দিন', অভিষেকদের হেনস্তায় ক্ষুব্ধ মমতা

১০০ দিনের হকের টাকা চাইতে গিয়ে যেভাবে সোম ও মঙ্গলবার টানা দু'দিন ধরে অমিত শাহের 'বিশ্বস্ত ভৃত্য বাহিনী' দিল্লি পুলিশের হাতে হেনস্থার শিকার হতে হয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের, তা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দলীয় নেতৃত্বকে অকারণে হেনস্তার জন্য দিল্লি পুলিশকেও এক হাত নিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন, 'বিজেপির শক্তিশালী অস্ত্র হিসেবে কাজ করেছে দিল্লি পুলিশ। আমাদের প্রতিনিধিদের নির্লজ্জ ভাবে হেনস্থা করেছে। অপরাধীদের মতো পুলিশ ভ্যানে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তাঁদের ঔদ্ধত্যের কোন সীমা নেই। অহংকার তাঁদের অন্ধ করে দিয়েছে। বাংলার কণ্ঠস্বরকে দমন করতে তারা এখন সব সীমা অতিক্রম করেছে!' তবে দিল্লি পুলিশকে লেলিয়ে দিয়েও যে তৃণমূলের প্রতিবাদ আন্দোলনকে রোখা যাবে না তা জানিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমো পোস্টের শেষাঙ্কে লিখেছেন, 'কিন্তু আমরা ভয় করব না ভয় করব না, দু'বেলা মরার আগে মরব না, ভাই, মরব না ।গোটা ঘটনাকে গণতন্ত্রের প্রতি অন্ধকার দিন হিসাবে আখ্যা দেওয়ার পাশাপাশি বিজেপিকেও নিশানা করেছেন।

পায়ে চোটের কারণে চিকিতসকদের পরামর্শে বাড়িতে বিশ্রামে রয়েছেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ফলে দিল্লিতে রাজ্যের বকেয়া আদায়ে দলের আন্দোলনে অংশ নিতে পারেননি। যদিও কালীঘাটের বাড়িতে থেকেই দিল্লিতে দলীয় আন্দোলনের প্রতি নজর রেখেছিলেন তিনি। মঙ্গলবার রাতে যেভাবে সময় দিয়েও অভিষেকদের সঙ্গে দেখা না করে কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী সাধ্বী নিরঞ্জন জ্যোতি তৃণমূল নেতাদের বিরুদ্ধে দিল্লির পুলিশকে লেলিয়ে দিয়েছিলেন তাতে বেজায় ক্ষুব্ধ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন রাত পৌনে বারোটা নাগাদ 'এক্স' হ্যান্ডেলে (পূর্বতন টুইটার) দিল্লিতে তৃণমূল নেতৃত্বের সঙ্গে দিল্লি পুলিশের অসভ্য আচরণের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি এক দীর্ঘ পোস্ট করেন। ওই পোস্টে তিনি লেখেন, 'আজ গণতন্ত্রের জন্য একটি অন্ধকার, অশুভ দিন। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে বাংলার জনগণের প্রতি বিজেপির ঘৃণা, দরিদ্রদের অধিকারের প্রতি তাদের অবজ্ঞা প্রকাশ করেছে। প্রথমত, বাংলার দরিদ্রদের জন্য বরাদ্দ গুরুত্বপূর্ণ তহবিল আটকে রেখেছে। আমাদের প্রতিনিধি দল যখন দিল্লিতে শান্তিপূর্ণ ভাবে প্রতিবাদ করছে তখন তাদের সঙ্গে নির্মম ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথমে রাজঘাটে এবং তার পরে কৃষিভবনে হেনস্তা করা হয়েছে'।

রাজস্থানে মহিলা নির্যাতন নিয়ে সরব মোদী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী মণিপুরের হিংসা, মহিলাদের লাঞ্ছনা, মহিলা কুস্তিগিরদের উপরে যৌন নির্যাতন নিয়ে নীরব থাকেন বলে বিরোধীদের অভিযোগ। সেই নরেন্দ্র মোদী আজ রাজস্থানে ভোটের প্রচারে গিয়ে সেই রাজ্যের মহিলাদের উপরে অত্যাচারের বিরুদ্ধে সরব হলেন। পদকজয়ী কুস্তিগিরদের সঙ্গে দিল্লি পুলিশের নিষ্ঠুরতার নিন্দা করেন না। কিন্তু ভোট এলে নির্লজ্জের মতো মিথ্যে বলেন। উনি সেটাই ভাল পারেন। জয়রামের কটাক্ষ, "আমরা ভেবেছিলাম অন্তত গান্ধী জয়ন্তীর দিন প্রধানমন্ত্রী মিথ্যে বলে, তথ্যের অপলাপের রাজনীতি করবেন না।"

মোদী আজ উদয়পুরে এক দর্জির খুনের ঘটনার প্রসঙ্গ তুলেছেন। তিনি বলেন, "জামা সেলাইয়ের অজুহাতে এলে গলা কেটে চলে যায়। সেই ভিডিয়ো করে ইউটিউবে দেয়। সেখানেও কংগ্রেস ভোটের রাজনীতি করে। তুষ্টিকরণের রাজনীতি করে।" গহলৌতকে কটাক্ষ করে মোদী বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী নিজের গদি বাঁচাতে ব্যস্ত। অর্ধেক কংগ্রেস ওঁকে মুখ্যমন্ত্রীর গদি থেকে উতখাত করতে ব্যস্ত রয়েছে।'' কংগ্রেসের পাল্টা যুক্তি, কংগ্রেস কখনও মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধ, অন্য অপরাধ এড়িয়ে যায় না।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী আজ চিতোরগড়ে ৭ হাজার কোটি টাকার প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করেছেন।তার পরে এক জনসভায় মোদী রাজস্থানের অশোক গহলৌতের কংগ্রেস সরকারকে নিশানা করে বলেন, "দুঃখের সঙ্গে বলছি, অপরাধের কথা এলে রাজস্থান শীর্ষে আসে। অরাজকতা, দাঙ্গা, পাথরবাজির কথা এলে রাজস্থানের বদনাম হয়। মহিলা, দলিত, অনগ্রসরদের উপরে অত্যাচারের মামলায় আজ রাজস্থানের সবচেয়ে বেশি বদনাম হচ্ছে।" কংগ্রেসের প্রধান মুখপাত্র জয়রাম রমেশ জবাবে বলেন, প্রধানমন্ত্রী মণিপুর নিয়ে একটা শব্দও উচ্চারণ করেন না। মহিলা কুস্তিগিরদের উপরে নির্যাতনের অভিযোগ সত্ত্বেও নিজের দলের সাংসদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করেননি। পদকজয়ী কুস্তিগিরদের সঙ্গে দিল্লি পুলিশের নিষ্ঠুরতার নিন্দা করেন না। কিন্তু ভোট এলে নির্লজ্জের মতো মিথ্যে বলেন। উনি সেটাই ভাল পারেন। জয়রামের কটাক্ষ, "আমরা ভেবেছিলাম অন্তত গান্ধী জয়ন্তীর দিন প্রধানমন্ত্রী মিথ্যে বলে, তথ্যের অপলাপের রাজনীতি করবেন না।"

মোদী আজ উদয়পুরে এক দর্জির খুনের ঘটনার প্রসঙ্গ তুলেছেন। তিনি বলেন, "জামা সেলাইয়ের অজুহাতে এলে গলা কেটে চলে যায়। সেই ভিডিয়ো করে ইউটিউবে দেয়। সেখানেও কংগ্রেস ভোটের রাজনীতি করে। তুষ্টিকরণের রাজনীতি করে।"

বাঙালি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারক মহাপ্রভু চৈতন্যদেব

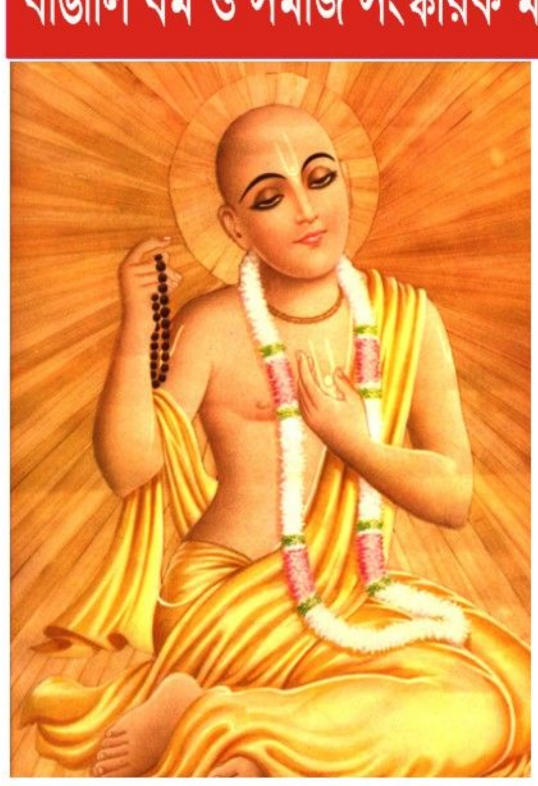

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

অর্থাৎ একজন সাধারণ চন্ডালও "দ্বিজ" অর্থাৎ ব্রাহ্মণের থেকে শ্রেষ্ঠ হতে পারেন , যদি তিনি হরিভক্তি পরায়ণ হন। বর্তমান সময়ে হরিনাম ছাড়া কলিযুগের কোন গতি নাই হিন্দু ধর্মে প্রতিটি মানুষ এ কথায় বিশ্বাস করে। এই বিশ্বাস এই সমাজের যে মানুষটির জন্য জন্মেছিল, আমরা হয়তো সেই মানুষটিকে আজও স্মরণ করি না। ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

মায়ের আশীর্বাদ অসীম সাধারণ মানুষ তার প্রমাণ পায় তারাপীঠে

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

যারা ভাবছে যে আমার ক্ষতি করেছে , তাদের ধারণাটাই ভুল ঈশ্বর তার প্রমান দেবে সময় মতো। হাজার ক্ষতি করতে চাইলেও ঈশ্বর সর্বদাই সৎ মানুষের সাথে থাকে তার প্রত্যক্ষ পরমান আমি নিজে। আমাদের পুকুরের বিষ দিয়ে করতে করতে চেয়েছে ঈশ্বর তার বিচার করবে অনিবার্য, তাই আমরা ঈশ্বর মানি আর নাই বা মানি সারা বিশ্বজুড়ে মায়ের প্রভাব বিস্তার লাভ করে রয়েছে এই ধরাধামে। ঈশ্বর ছাড়া এই পৃথিবীতে বাঁচার কোন রাস্তাই নেই, ঈশ্বরী পারে একটা মানুষকে যত যত যোগ্য স্থানে পৌঁছে দিতে। তবে রাজনৈতিক হিংসা মানুষকে যেভাবে নাস্তানাবুদ করে আর ঈশ্বর তার একের পর এক বিচার-বিবেচনা করতেই থাকে। ঈশ্বর পারে না এমন কোন কাজ নেই এটা আমি আমার জীবনের উপলব্ধি দিয়ে বলতেই পারি। ঈশ্বর আমরা বিভিন্ন রূপে, বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন বিষয়ে তাকে দেখে মানুষের মধ্যে ঈশ্বর যেন বিরাজমান। তাই বলবো মানুষ যত অসহায়হয়ে পড়ে তার বুদ্ধি বিবেক এবং জ্ঞান ততটাই লোপ পেয়ে যায়। কে প্রকৃত বন্ধু আর কে বন্ধু নয় সেটি বিপদে পড়লে সবকিছু পরিষ্কার হয় নিজের কাছে।এ প্রসঙ্গে নিজের কিছু উপলব্ধি কথা না লিখলে আজ আমার এই লেখাটি আপনাদের কাছে অসম্পূর্ণ হয়ে যাবে।অনেকেই আমাকে বলেছে তুমি সাংবাদিকতা কেন করছ এটা ছেড়ে দাও আমি স্বামী বিবেকানন্দর কথামতো বলেছিলাম ঈশ্বর যা করার আমি তাই করছি। স্বামী বিবেকানন্দ ঈশ্বরের স্বরূপ ছিলেন, এ প্রসঙ্গে হয়তো অনেকের অজানা। স্বয়ং ঈশ্বর বিবেকানন্দকে দিয়ে সব কাজ করিয়ে নিয়েছে, সে প্রসঙ্গে একটু বলে রাখাই ভালো।স্বামী বিবেকানন্দ এর একটি ঘটনা স্বামীজী একবার তাঁর শিষ্য ও ব্রক্ষচারীদের একটি তাঁর জীবনে ঘটে যাওয়া ঘটনা বলেছিলেন - একবার তিনি ট্রেনে করে কোথাও যাচ্ছিলেন। তিনি যে কামড়ায় ছিলেন, সেখানে এক ভদ্রলোক তাঁকে অনেক্ষন ধরে লক্ষ্য করছিলেন।এক সময় সেই ভদ্রলোক স্বামীজীর কাছে এসে বসলেন। স্বামীজী তার দিকে বিশেষ নজর না দিয়ে দেশের ও দেশের মানুষের কথা ভাবছিলেন।তার তখন প্রচন্ড খিদেও পেয়েছিল। যাইহোক, লোকটি কিছুক্ষণ বসে থাকার পর হঠাৎ স্বামীজীকে বললেন - এ জীবন কেন বেছে নিলেন ? আপনার বয়স এখন খুব কম। আপনি এই বয়সে কর্ম ত্যাগ করে এই গেরুয়া বসন পরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।আলস্য জীবন যাপন করে কি লাভ ? খেটে খেতে শিখুন, এতেই সব আনন্দ।পরের দয়ায় পেট চালিয়ে লাভ কি ? স্বামীজী ভদ্রলোকের সব কথা শুনলেন। কিন্তু কোনো রকম প্রতিক্রিয়া না করে শুধু বললেন - আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসী, তিনি যা করান আমি তাই করি। খানিকক্ষণ বাদে একটি ষ্টেশন এলো, স্বামীজী এবং সেই ভদ্রলোক দুজনেই সেখানে নামলেন। ভদ্রলোকটি স্বামীজীকে জিগ্গেস করলেন- সঙ্গে কোনো খাবার আছে কিনা ? থাকলে সেটা খেয়ে নিন। স্বামীজী বললেন - আমার সঙ্গে কোনো খাবার নেই। ভদ্রলোকটি বললেন - এটাই তো স্বাভাবিক। কর্ম না করলে অর্থ আসে না।আর অর্থ না থাকলে খাবারও আসে না। তাই দেখুন আপনার কাছে খাবার নেই আর আমি দিব্যি এখন খাবো। এই বলে ভদ্রলোকটি সঙ্গে থাকা খাবার খেতে আরাম্ভ করলেন। স্বামীজী শুধু লোকটিকে বললেন - আমি ঈশ্বরের কৃপায় থাকি, তিনি যা করান আমি তাই করি। এই বলে স্বামীজী কাছেই একটি গাছের তলায় গিয়ে বসলেন। লোকটি খাবার খেতে খেতে স্বামীজীকে লক্ষ্য করতে লাগলেন। কিছুটা রাগান্বিত ভাবেই দেখতে লাগলেন। এবং মনে মনে ভাবতে লাগলেন- ঈশ্বর ঠিকই করেছেন, এই বয়সে কর্ম ত্যাগ করলে এই ভাবে অনাহারে থাকতে হয়।ঐদিকে স্বামীজী প্রচন্ড খিদে নিয়ে চুপ করে গাছের তলায় বসে আছেন।এমন সময় এক ভদ্রলোক স্বামীজীর সামনে এসে দাঁড়ালেন। সঙ্গে তার প্রচুর খাবার। তিনি স্বামীজীকে জিগ্গেস করলেন - আপনিই কি স্বামী বিবেকানন্দ ? স্বামীজী বললেন - হ্যাঁ। লোকটি করোজোড়ে নতজানু হয়ে স্বামীজীকে বললেন - গতকাল রাত্রে আমাকে স্বপ্নে আমার ইষ্টদেব আমার ভগবান দর্শন দিয়ে বললেন - আগামীকাল এই গাছের তলায় আমার এক ভক্ত অভুক্ত অবস্থায় থাকবে, তাঁকে তুই অবশ্যই খাওয়াবি। তাঁর নাম স্বামী বিবেকানন্দ। এই বলে লোকটি স্বামীজীকে তার আনা খাবারগুলো গ্রহণ করতে বললেন। স্বামীজী হাসি মুখে তাকে আশির্বাদ করলেন। এই দেখে সেই খাবার খাওয়া ভদ্রলোকটি অবাক। তিনি সঙ্গে সঙ্গে স্বামীজীর কাছে এসে তার পা দুটি জড়িয়ে ধরলেন। এবং বললেন - আমাকে ক্ষমা করুন মহারাজ, আমি নির্বোধ, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। অহংকার বশতঃ আপনাকে অনেক অপমান করেছি। আমাকে আপনি ক্ষমা করুন। স্বামীজী তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন, এবং বললেন- এই জগতে কাউকে তাচ্ছিল্য করতে নেই।এসব প্রসঙ্গ একটাই কথা বলার ছিল ঈশ্বর চিরকাল বিশ্বজুড়ে ছিল থাকবে আছে। ঈশ্বর ছাড়া জীবের কোন গতি নেই, মা যাকে দিয়ে যা করায়, তাই সে কাজটি করে । মা আজো পশ্চিম বাংলার প্রতিটি ঘরে ঘরে বিরাজমান, তাই বীরভূম জেলার রামপুরহাট থানার অন্তর্গত দ্বারকা নদীর পূর্ব পাড়ে অতীতের চন্ডীপুর আজ তারাপীঠে পরিনত হয়েছে। তবে আগেকার শিমূল গাছ আজ আর নেই। নেই খরস্রোতা দ্বারকা নদীটিও। বর্তমানে মহাশ্মশানের ভয়াবহতাও অনেকটাই কমে গিয়েছে। তবে প্রাচীন কালের মতো আজও দেবীর মাহাত্ম্য অমলিন। তারা মায়ের প্রাচীন মন্দিরটি ধ্বংস হওয়ার পর ১২২৫ বঙ্গাব্দে মল্লারপুরের বাসিন্দা জগন্নাথ রায় আটচালা ইট দিয়ে নতুন মন্দিরটি নির্মান করেন। মন্দিরটির টেরাকোটা শিল্প আজও পর্যটকদের নজর টানে। মন্দিরের প্রবেশপথের খিলানের ওপর দেবী দুর্গার মূর্তি রয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন পৌরাণিক আখ্যানও রয়েছে সারা মন্দির জুড়ে। মন্দিরের উল্টোদিকে আছে চন্ডীমন্ডপ। মূল দেবী এখানে তারা কালী। দেবীর মুখ ছাড়া সারা অঙ্গ কাপড়ে আবৃত। আর অন্তরালে কষ্টিপাথরের শিবঠাকুর বর্তমান। রাত আটটার পর মহাকালী দর্শনের বিশেষ ব্যবস্থা মেলে। এছাড়াও মন্দির চত্বরেই রয়েছে বিষ্ণুর দুই পাষাণমূর্তি। তারা মন্দিরে ঈশানকোনের ছোট্ট মন্দিরে চন্দ্রচূড় শিব বর্তমান।এসব তথ্য আমি কোথা থেকে পেয়েছি অনেকের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে,ছোটবেলা থেকে সব কিছুর পিছনে একটু অনুসন্ধান করার ইচ্ছা শক্তি আমার প্রবল আছে।সেটাকে কাজে লাগিয়েছি পড়াশোনার মাধ্যমে সব কিছু তথ্য জোগাড় করা,বিভিন্ন পাঠ্যপুস্তক থেকে এসব তথ্য সংগ্রহ করেছি। আজ তা আমার কলমে তুলে ধরছি।রামপুরহাট শহর তান্ত্রিক দেবী তারার মন্দির ও মন্দির-সংলগ্ন শ্মশানক্ষেত্রের জন্য বিখ্যাত। হিন্দু বিশ্বাস অনুযায়ী এই মন্দির ও শ্মশান একটি পবিত্র তীর্থক্ষেত্র। এই মন্দির ৫১ সতীপীঠের অন্যতম বলে কথিত। এই স্থানটির নামও এখানকার ঐতিহ্যবাহী তারা আরাধনার

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

আমাকে নিয়ে ক্লাসের সবাই হাসাহাসি করত: জাহ্নবী

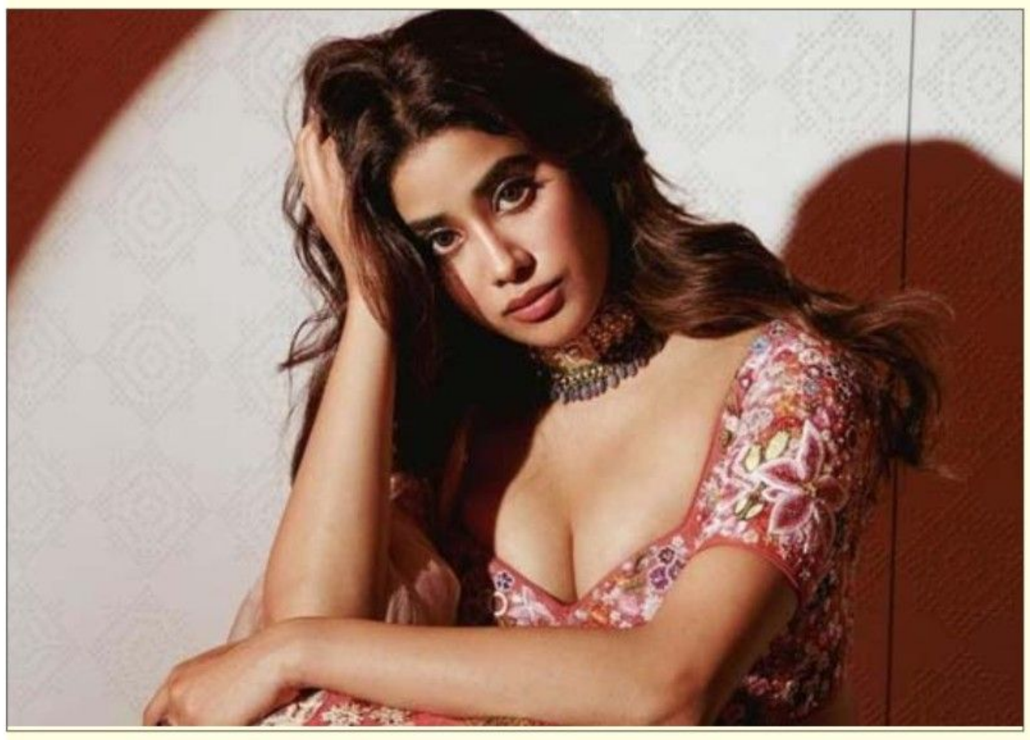

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : তারকা সন্তান বলে কথা। ছোটবেলা থেকেই ক্যামেরার সামনে বেড়ে ওঠা। সে কারণে প্রচারের আলো যেমন পেয়েছেন, ব্যক্তিগত জীবনে তারকা-সন্তান হওয়ার খেসারতও দিতে হয়েছে জাহ্নবী কাপুরকে। শ্রীদেবী ও বনি কাপুরের মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও পর্নোগ্রাফি সাইটে ফাঁস হয়ে যায় জাহ্নবীর ছবি। সেই সময় বয়স ছিল মাত্র ১০। কিশোরী বয়সে এমন ঘটনায় কোন পরিস্থিতির মুখে পড়তে হয় তাকে, এত বছর পর মুখ খুললেন এই অভিনেত্রী।

আনন্দবাজারের এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ছবিটি জাহ্নবীর হলেও তাতে কারসাজি করা হয়েছিল। অর্থাৎ অন্য একটি ছবি তার মুখ লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। ফলে স্কুলেও হেনস্থা হতে হয়েছে তাকে।

অভিনেত্রীর কথায়, 'ছোট থেকেই আমি ক্যামেরার সামনে। সেটা নতুন কিছু না। আমাকে ও আমার বোনকে দেখলেই ছবি তুলতে ছুটে আসত আলোকচিত্রীরা। চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ি তখন। স্কুলে কম্পিউটার ক্লাসে ঢোকা মাত্রই স্ক্রিনে আমার ছবি নিয়ে হাসাহাসি করতে শুরু করে সহপাঠীরা। শরীরে কেন এত লোম, সেই নিয়ে ঠাট্টা-তামাশা চলে। আমাকে যেন অন্য নজরে দেখা শুরু করল সকলে।'

শেষে জাহ্নবী বলেন, লোকে ওইসব ছবি সত্যি ভাবত। সেটা আমার কাছে যেন আরও চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বহুদিন শরীর নিয়ে খুব অস্বস্তিতে ছিলাম।

অভিনয় শুরু করার পর ধীরে ধীরে সেই চিন্তগুলো কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন তিনি। ২০১৮ সালে 'ধড়ক' ছবির মাধ্যমে বলিউডে অভিষেক। তারপর কেটে গিয়েছে পাঁচ বছর। বলিপাড়ার পরিচিত মুখ হয়ে ওঠেন জাহ্নবী কাপুর।

আবারও মা হতে চলেছেন আনুশকা শর্মা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউড অভিনেত্রী আনুশকা শর্মা ও ভারতীয় ক্রিকেটার বিরাট কোহলি দম্পতি এবার দ্বিতীয় সন্তানের মা-বাবা হতে চলেছেন। সবে তাদের মেয়ে ভামিকা কোহলির বয়স দুই বছর, এরই মধ্যে ভারতীয় বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যম জুড়ে এমন সুখবরে সয়লাব।

জানা গেছে, তিন মাসেরও বেশি হয়েছে আনুশকা অন্তঃসত্ত্বা হয়েছেন। গেল কয়েক মাস ধরেই আনুশকা নিজেকে সব কিছু থেকে এক প্রকার আড়ালেই রেখেছেন। এমনকি তার স্বামী বিরাট কোহলির সঙ্গে ক্রিকেট ম্যাচেও যাচ্ছেন না।

সম্প্রতি মুম্বাইয়ের এক ক্লিনিকের বাইরে দেখা যায় বিরাট-অনুশকাকে। সে সময় বিরাট নিজে ফটো সাংবাদিকদের ছবি না তোলার অনুরোধ করেন। পাশাপাশি এমনটাও নাকি জানান, খুব তাড়াতাড়ি তারা আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করবেন। তারপর থেকেই আনুশকার আবারও মা হতে যাওয়ার গুঞ্জন জোড়ালো হয়েছে।

জানা গেছে, কোহলি দম্পতি আগেরবারের মতোই এ খুশির সংবাদের কথা ঘোষণা করবেন। তবে গতবারের মতোই একটু শেষের দিকে। তাই তার আগে গোপনীয়তা বজায় রাখতে চাইছেন দম্পতি।

সম্প্রতি নিজের বাড়িতে গণেশ পূজার অনুষ্ঠানেও শাড়িতে কিংবা ঢিলেঢালা চুড়িদারেই দেখা গিয়েছিল অভিনেত্রীকে। ক্যামেরার থেকে আড়াল রাখতেই পোশাক নির্বাচনে বাড়তি সর্তকতা আনুশকা। ২০২১ সালে আনুশকা-কোহলির সংসার আলো করে আসে তাদের মেয়ে ভামিকা। তারই মাঝে এবার তাদের কোল জুড়ে আসতে চলছে দ্বিতীয় সন্তান।

রাইমা ও 'দ্য ভ্যাকসিন ওয়ার;

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : ২০২০ সালের মার্চ মাস থেকে লকডাউনের সময়টা পুরো বিশ্বের কাছে দুঃস্বপ্নের মতো ছিল। মানবসভ্যতার ওপর মরণকামড় বসিয়েছিল করোনাভাইরাস। গৃহবন্দি জীবন, চূড়ান্ত অনিশ্চয়তায় সারাবিশ্বের মানুষ। এ সময় ঢাল হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন চিকিৎসক, বিজ্ঞানীরা। কেউ দিনের পর দিন হাসপাতালে পড়ে থেকেছেন, কেউ আবার ভাইরাসের প্রতিষেধক তৈরির জন্য রাত-দিন এক করে কাজ করে গেছেন। বাস্তব জীবনের এমনই 'সুপারহিরো'-দের গল্প নিয়ে নির্মিত হয়েছে সিনেমা 'দ্য ভ্যাকসিন ওয়ার'।

ছবিটি নির্মাণ করছেন 'দ্য কাশ্মীর ফাইলস' খ্যাত পরিচালক বিবেক অগ্নিহোত্রী। বিবেকের হাত ধরে বলিউডে ফিরেছেন পশ্চিম বাংলার রাইমা সেন। বিবেকের সঙ্গে জুটি বেঁধে ভ্যাকসিন যুদ্ধে নেমেছেন মহানায়িকা সুচিত্রা সেনের নাতনি রাইমা। আজ মুক্তি পাচ্ছে সিনেমাটি। ১৯৯৯ সালে 'গডমাদার' ছবির মাধ্যমে বলিউডে পা রেখেছিলেন রাইমা সেন। এরপর 'ফানটুশ', 'ডুডস ইন দ্য টেনথ সেঞ্চুরি', 'পরিণীতা', 'দশ' এবং 'হানিমুন ট্রাভেলস প্রাইভেট লিমিটেড'-এর মতো সিনেমায় অভিনয় করেছেন রাইমা।

নতুন এ সিনেমা প্রসঙ্গে রাইমা বলেন, 'বিবেক অগ্নিহোত্রী কলকাতায় এলে তাঁর সঙ্গে দেখা করি। আমায় পুরো গল্পটা তিনি শোনান। সেই কঠিন সময়, যা আমরা পার করেছি, গোটা ভারতবর্ষ যা দেখেছে, সেটা তুলে ধরা হবে। এই সিনেমায় আমি একজন সায়েন্স জার্নালিস্টের ভূমিকায় অভিনয় করেছি। যে বিশ্বাস করে - ভারতবর্ষ এটা করতে পারবে না কখনোই।'

রাইমা আরও বলেন, 'পুরো ছবিতে দেখা যাবে রিসার্চের ওপর ভিত্তি করে সেই সাংবাদিক সব তথ্য তুলে ধরছেন। এ রকম নয় যে, সবাই যা বলছেন, সেটাই সাংবাদিকও তুলে ধরছেন। আমি মনে করি, এ ছবিটা ইতিহাস তৈরি করবে। পুরো ভারতবাসী ছবিটা দেখবে। ভারতবাসী হিসেবে গর্ববোধ করবে এটুকু বলতে পারি।' 'দ্য ভ্যাকসিন ওয়ার' সিনেমায় আরও অভিনয় করেছেন নানা পাটেকর।

মূলধারার ছবি বা ওয়েব সিরিজে কাজ করলেও এখনকার নায়িকাদের মতো কোনো রকম গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসাতে নারাজ রাইমা। অভিনেত্রী বলেন, 'ইদানীং দেখি অনেকেই ঠোঁটে, গালে অনেক কিছু করান। আমি এসব না করিয়ে ভালো আছি। নিজের যা রূপ আছে, তা নিয়েই কাজ করে যেতে চাই।' এদিকে শিগগিরই কলকাতায় রাইমা অভিনীত 'হাওয়া বদল ২' মুক্তি পাবে।

ট্রেলারেই বাজিমাত করল 'রক্তবীজ'

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : 'রক্তবীজ' নিয়ে আলোচনা ছিল বহুদিন ধরেই। নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত সিনেমাটি ঘিরে ইতিমধ্যে ভক্তদের মাঝে তুমুল প্রত্যাশা দেখা যাচ্ছে। আর ট্রেলার মুক্তির পর সেই প্রত্যাশার পারদ যেন বহুগুণে বেড়ে গেছে। বেশ সাড়া ফেলে দিয়েছে 'রক্তবীজ'-এর ট্রেলার। ১৯ অক্টোবর ছবিটির মুক্তি সামনে রেখে ট্রেলার প্রকাশের পর সামাজিক মাধ্যমে শোরগোল ফেলে দিয়েছে। নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পরিচালিত 'রক্তবীজ' টুইটারের ট্রেন্ডিং তালিকায় তিন নম্বর জায়গাটি দখলে নিয়েছে। ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়, মিমি চক্রবর্তী ও আবির চট্টোপাধ্যায়দের দেখে মুগ্ধ অনুরাগীরা।

সুপারহিট জুটি নন্দিতা রায় ও শিবপ্রসাদ আবার একটা হিট দিতে তৈরি, তা 'রক্তবীজ'-এর টিজারেই বোঝা গিয়েছিল। এবার ট্রেলার মুক্তি পেতেই সেই উত্তেজনায় যেন বারুদ পড়ল। সামাজিক মাধ্যমে মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে দুই মিনিট ২৯ সেকেন্ডের ভিডিওটি। তরণ আদর্শ, রমেশ বালার মতো চলচ্চিত্র বিশেষজ্ঞরাও তা শেয়ার করেছেন। আর তাতেই ট্রেন্ডিং তালিকায় ওপরের সারিতে পৌঁছে গেছে বাংলার সিনেমা 'রক্তবীজ'। ২০১৪ সালের খাগড়াগড় বিস্ফোরণের সত্য ঘটনা অবলম্বনে তৈরি হয়েছে 'রক্তবীজ'।

'রক্তবীজ'-এর ট্রেলারে যেখানে বাঙালি রাষ্ট্রপতি হিসেবে দেখা গেছে ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়কে। আবির চট্টোপাধ্যায় ও মিমি চক্রবর্তী পুলিশ অফিসার। অনসূয়া মজুমদারকে দেখা যাচ্ছে ভিক্টর বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিদি হিসেবে। আরও অভিনয় করেছেন কাঞ্চন মল্লিক, অম্বরীশ ভট্টাচার্য, সত্যম ভট্টাচার্য, দেবাশিস মণ্ডল, দেবলীনা কুমার।

হ্যাটট্রিক করে

বিশ্বকাপে আবারও জ্বলে উঠার পূর্বাভাস স্টার্কের

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ওয়ানডে ক্রিকেট বিশ্বকাপে এক আতঙ্কের নাম মিচেল স্টার্ক। ২০১৫ ও ২০১৯ এই দুই বিশ্বকাপে ১৮ ম্যাচ খেলেই ৪৯ উইকেট শিকার করেছেন অস্ট্রেলিয়ার এই পেস বোলার। আরও একটি বিশ্বকাপ সামনে আসতেই ভয়ঙ্কর মূর্তিতে হাজির তিনি।

বিশ্বকাপের আগে প্রথম প্রস্তুতি ম্যাচে নেদারল্যান্ডসের মুখোমুখি হয়েছিল অস্ট্রেলিয়া। কিন্তু এই ম্যাচে জয় বা পরাজয় নির্ধারিত হয়নি বৃষ্টির কারণে। তবে নেদারল্যান্ডসের বিপক্ষে ম্যাচে হ্যাটট্রিক করেছেন মিচেল স্টার্ক। আরও একবার বিশ্বকাপে জ্বলে উঠার পূর্বাভাসই দিলেন তিনি। বৃষ্টির কারণে প্রথম ইনিংসে ব্যাট করতে নামা অস্ট্রেলিয়া খেলে কেবল ২৩ ওভার। এর মধ্যেই সাত উইকেট হারায় তারা, করে ১৬৬ রান। দলের পক্ষে সর্বোচ্চ রান আসে স্টিভেন স্মিথের ব্যাটে। ইনিংস উদ্বোধনে নামা এই ব্যাটার ৪ চার ও ৩ ছক্কায় ৪২ বলে ৫৫ রান করেন। এছাড়া ক্যামেরন গ্রিন ৪ চার ও ১ ছক্কায় ২৬ বলে ৩৪ ও মিচেল স্টার্ক ২২ বলে ২৪ রান করেন। ডাচদের পক্ষে দুটি করে উইকেট নেন ভাস ডি লিডে , লগান ভ্যান ভিক ও রোলেফ ভ্যান ডার মারউই। বাকি একটি উইকেট ছিল সারিজ আহমেদের।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে প্রথম ওভারেই স্টার্কের তোপের মুখে পড়ে নেদারল্যান্ডস। ওভারের পঞ্চম বলে শিকার করেন ডাচ ওপেনার ম্যাক্স ও'ডাউড। স্টার্কের ইনসুইংয়ের কোনো জবাবই ছিল না তার কাছে। পরের বলে এই বাঁহাতির শিকার তিন নম্বরে নামা ওয়েসলি বারোসি। এবারও ইনসুইঙ্গার, আর তার উত্তর খুঁজে পেতে ব্যর্থ বারোসি। ফেরেন বোল্ড হয়ে।

স্টার্ক তৃতীয় ওভারে ফেরেন ব্যক্তিগত দ্বিতীয় ওভার করতে। এবার প্রথম বলেই তার শিকার অভিজ্ঞ বাস ডি লিড। ইংসুইঙ্গিং ইয়োর্কারে বোল্ড হয়ে যান ডি লিড। হ্যাটট্রিক পূর্ণ করেন স্টার্ক। স্টার্কের তোপে বিপর্যস্ত নেদারল্যান্ডস আর খেলায় ফিরতে পারেনি। বৃষ্টিতে খেলা বন্ধ হওয়ার আগে ১৪.২ ওভারে ৬ উইকেট হারিয়ে ৮৪ রান করে অরেঞ্জরা। তবে প্রস্তুতি ম্যাচ হওয়ায় এই হ্যাটট্রিক পরিসংখ্যানে যোগ হচ্ছে না।

ভারত-পাকিস্তানের লড়াই, যে দলকে এগিয়ে রাখলেন ওয়াকার ইউনুস

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : আইসিসি ওয়ানডে বিশ্বকাপের ১৩তম আসরের সবচেয়ে হাইভোল্টেজ ম্যাচ ভারত-পাকিস্তান। আগামী ১৪ অক্টোবর মাঠে গড়াবে ম্যাচটি। ম্যাচটিতে নিজ দেশের চেয়ে ভারতকেই এগিয়ে রাখছেন পাকিস্তানের সাবেক অধিনায়ক ও পেসার ওয়াকার ইউনুস। তার মতে, পাকিস্তানের তুলনায় ধারাবাহিক দল ভারত। পাকিস্তান দল তাদের সেরা অবস্থায় নেই। তাদের পারফরমেন্স উঠানামা করছে। এজন্য পাকিস্তানের বিপক্ষে এগিয়ে থাকবে ভারতই।

সব সময়ই পাকিস্তান আনপ্রেডিক্টেবল দল হিসেবে পরিচিত পাকিস্তান ১৯৯২ শিরোপা জয়ের আরও একবার শিরোপা জয়ের স্বপ্নে বিভোর। তবে তার আগে ভারতের বিপক্ষে ম্যাচটি পাকিস্তানের জন্য অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ বহন করছে। কারণ, ওয়ানডে বিশ্বকাপে ভারতের বিপক্ষে জয়ের কোনো রেকর্ড নেই পাকিস্তানের।

২০২১ সালের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ১০ উইকেটের জয়ে বিশ্ব মঞ্চে ভারতের বিপক্ষে জয় খড়া কাটায় পাকিস্তান। ওই আসরের ফাইনালে খেলেছিল পাকিস্তান। কিন্তু ফাইনালের মঞ্চে হেরে শিরোপা হাতছাড়া করে তারা।

ওয়ানডে র‍্যাংকিংয়ে দ্বিতীয়স্থানে থেকে বিশ্বকাপ খেলতে নামবে পাকিস্তান। ওয়াকারের মতে, পাকিস্তানের পারফরমেন্স এখন ধারাবাহিক নয়, উঠানামা করছে। স্টার স্পোর্টসকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ওয়াকার বলেন, 'আমরা সবাই জানি, এটি সবচেয়ে বড় ম্যাচ। আহমেদাবাদে খেলার সময় স্নায়ুর চাপ নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। বিষয়টি এমন নয়, ভারতের চেয়ে দুর্বল দল বলে পাকিস্তানই শুধু চাপে থাকবে। চাপে থাকবে ভারতও। স্টেডিয়ামের দর্শকরা দুই দলের ওপরই চাপ তৈরি করবে।'

তিনি আরও বলেন, 'দুই দলের পারফরমেন্স বিশ্লেষণে অবশ্যই ভারত শক্তিশালী দল। এই মুহূর্তে পাকিস্তানের পারফরমেন্স ওঠানামার করছে।'

এ মাসে অনুষ্ঠিত এশিয়া কাপ খেলতে গিয়ে ইনজুরিতে পড়ে বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে পড়েন পেসার নাসিম শাহ। তার বাদ পড়াটা পাকিস্তানের জন্য বড় ধাক্কা বলে মনে করেন ২০০৩ বিশ্বকাপে পাকিস্তানের অধিনায়কত্ব করা ওয়াকার। তিনি বলেন, 'নাসিম না থাকায় অসুবিধায় পড়বে পাকিস্তান। কারণ নতুন বলে শাহিন আফ্রিদি ও নাসিম শাহ একে অপরের পরিপূরক ছিল।'

বাটলারের কণ্ঠে অবসরের সুর

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : গত আসরের চ্যাম্পিয়ন ইংল্যান্ড ও রানার-আপ দল নিউজিল্যান্ডের মধ্যকার ম্যাচ দিয়ে ৫ অক্টোবর এবারের বিশ্বকাপের পর্দা উঠতে যাচ্ছে। এবারও সমানভাবে ফেভারিট ইংলিশরা। সাম্প্রতিক সময়ে বল-ব্যাটে সমানভাবে আধিপত্য দেখিয়ে চলেছে তারা। ইয়ন মরগানের পর এবার তাই জস বাটলারের গায়েও লাগতে পারে চ্যাম্পিয়ন অধিনায়কের তকমা। তবে তার আগে নিজের ক্রিকেট ক্যারিয়ারের ইতি টানার ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছেন এই উইকেটরক্ষক ব্যাটার।

ওয়ানডে ফরম্যাটের এই বিশ্বকাপের মূল আয়োজন শুরুর আগে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলছে প্রতিযোগী দেশগুলো। শনিবার গুয়াহাটিতে ইংল্যান্ডের ম্যাচ ছিল বিশ্বচ্যাম্পিয়ন ইংলিশ দলটির। যদিও বৃষ্টির কারণে বল মাঠে গড়ানো সম্ভব হয়নি। তবে এদিনই ইংল্যান্ড দলপতি বাটলার ওয়ানডে ক্রিকেট থেকে দ্রুতই অবসরের চিন্তার কথা বলেছেন। তবে খেলতে চান টি-টোয়েন্টি ফরম্যাট।

তিনি বলেন, '৩৩ বছর বয়স হলো। কিন্তু আশা করছি ইংল্যান্ডের হয়ে আরও কিছুদিন খেলব। কারণ, দেশের হয়ে খেলার থেকে বড় গর্ব কিছুতে থাকে না। আমি চেষ্টা করব খেলা চালিয়ে যাওয়ার। তবে তার জন্য নিজের ফিটনেস আরও ভাল রাখতে হবে।'

বিশ্বকাপে সুযোগ পাওয়ার

কথা ভাবেননি অশ্বিন

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : শেষ মুহূর্তে ভাগ্য পরিবর্তন। চোটের কবলে থাকা অক্ষর প্যাটেল নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সেরে উঠতে পারেননি। তার জায়গায় বিশ্বকাপের জন্য ভারতের ১৫ জনের দলে ঢুকে পড়েন রবিচন্দ্রন অশ্বিন। তবে আসন্ন বিশ্বকাপের খেলার কথা কখনো ভাবেননি এই স্পিনার। গতকাল ইংল্যান্ডের বিপক্ষে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার আগে দীনেশ কার্তিককে শোনালেন সেই কথাই।

অশ্বিন বলেন, আমি তা (বিশ্বকাপে সুযোগ পাওয়ার কথা) শুনলে বলতাম আমার সঙ্গে কেউ মজা করছে। জীবন চমকে ভরপুর। সত্যি বলছি আমি ভাবিনি এই জায়গায় থাকব। পরিস্থিতি ও দল আমার ওপর যে আস্থা দেখিয়েছে তাতে আজ আমি এখানে। তবে গত কয়েক বছর ধরে খেলাটি উপভোগ করাই আমার মূল উদ্দেশ্য থেকেছে এবং এই টুর্নামেন্টে আমি এটাই করবো।

অশ্বিন জানালেন এটাই হতে পারে তার শেষ বিশ্বকাপ। তিনি বলেন, আমি যেটা করে থাকি, সেটা হলো দুই দিক থেকেই বল ঘুরানো। সূক্ষ্ম বৈচির্ত্য আনা ও চাপ সামলানোই এই টুর্নামেন্টে সবকিছু। বেশিরভাগ খেলোয়াড়ের জন্যই চাপ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তবে তা সামলে আপনি ও আপনার দল কীভাবে এগোয় সেটাই দেখার বিষয়। সবদিক থেকে আমি ভালো অবস্থানে আছি। আশা করি, চাপমুক্ত হয়ে খেলতে পারব। বারবার বলে আসছি, ভারতের হয়ে এটাই হয়তো আমার শেষ বিশ্বকাপ।

স্টেইনের চোখে এবারের

বিশ্বকাপের সেরা পাঁচ পেসার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : আগামী ৫ অক্টোবর থেকে ভারতে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ওয়ানডে বিশ্বকাপ। সাধারণত উপমহাদেশের মাটিতে স্পিনাররাই সুবিধা পেয়ে থাকেন। তবে এবারের বিশ্বকাপে আলো ছড়াতে পারেন পেসাররাও।

এবারের বিশ্বকাপে ৫ পেসারের দিকে চোখ রাখতে বলছেন সাউথ আফ্রিকার সাবেক পেসার ডেল স্টেইন। তিনি মনে করেন পাকিস্তানের শাহিন শাহ আফ্রিদি, নিউজিল্যান্ডের ট্রেন্ট বোল্ট ও ইংল্যান্ডের মার্ক উডের সঙ্গে বিশ্বকাপে ঝড় তুলতে পারেন দক্ষিণ আফ্রিকার কাগিসো রাবাদা ও ভারতের মোহাম্মাদ সিরাজের মতো পেসার।

আইসিসির প্রকাশিত এক সংক্ষিপ্ত ভিডিওতে স্টেইনকে পছন্দের পাঁচ পেসারের নাম প্রকাশ করতে দেখা যায়। সেখানে সাবেক এই প্রোটিয়া ক্রিকেটার বলেন, উড, আফ্রিদি, বোল্ট, সিরাজ ও রাবাদা সবাই নিজেদের অসাধারণ পারফরম্যান্সের মাধ্যমে বিশ্বকাপে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। তাদের বোলিং দেখার জন্য অপেক্ষায় আছেন তিনি।

বিশেষ করে শাহিন শাহ আফ্রিদির কথা আলাদাভাবেই বলেছেন স্টেইন। তিনি বলেন, শাহিন শাহ আফ্রিদির বোলিং দেখার মতো বিষয়ই হবে। বিশেষ করে সে যখন রোহিত শর্মাকে বোলিং করবে।

রিয়ালের বড় জয়

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : জিরোনার মাঠ মন্তিলিভি স্টেডিয়ামে ৩০ সেপ্টেম্বর আতিথ্য নেয় রিয়াল মাদ্রিদ। প্রথমার্ধে জোসেলু ও অঁরেলিয়ে চুয়ামিনির গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে আরও এক গোল করে ব্যবধানটা বাড়িয়ে নেন প্রায় নিয়মিতই স্কোরশিটে নাম তোলা জুড বেলিংহ্যাম। এদিন ম্যাচের ১৭ মিনিটেই বেলিংহামের ক্রসের পর দূরের পোস্টে শট নিয়ে বল জালে জড়ান জোসেলু। এরপর লস ব্লাঙ্কোসরা দ্বিগুণ লিড পেতে দেরি করেনি। ২১ মিনিটেই ব্যবধান বাড়ায় টনি ক্রুসের কর্নারে পাওয়া বল লাফিয়ে উঠে হেডে জাল খুঁজে নেন চুয়ামিনি। ২-০ লিড নিয়ে নিরাপদে বিরতিতে যায় বার্নাব্যু শিবির।

ম্যাচের বয়স যখন ৭০ মিনিট পেরিয়ে, তখন প্রথমে জোসেলুর দ্রুতগতির শট ফিরিয়ে দেন জিরোনা গোলরক্ষক। ফিরতি বল পেয়ে জোসেলু বাড়ান বেলিংহ্যামের পায়ে। এই ইংলিশ মিডফিল্ডার ছয় গজ বক্সের ভেতর থেকে ভলিতে বল জালে পাঠান। এটি রিয়ালের হয়ে ৭ ম্যাচে অষ্টম গোল হয়ে গেল তার। শেষ দিকে এসে লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন রিয়াল ডিফেন্ডার নাচো ফার্নান্দেস।

আট ম্যাচের সাতটিতে জিতে রিয়ালের পয়েন্ট এখন ২১। সমান ম্যাচে ২০ পয়েন্ট নিয়ে বার্সেলোনা আছে দুইয়ে। আর টানা ছয় জয়ের পর রিয়ালের কাছে হেরে যাওয়া জিরোনা ১৯ পয়েন্ট নিয়ে তিনে অবস্থান করছে।

আত্মঘাতী গোলে

লিভারপুলের হার

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : মৌসুমের শুরুটা দুর্দান্ত ছিল লিভারপুলের। তবে মৌসুমে লিগের ৭ম ম্যাচে এসে বড় হোঁচট অল রেডদের। টটেনহাম হটস্পার্সের মাঠে দুই খেলোয়াড় লাল কার্ড দেখে মাঠ ছেড়েছেন। আর ৯৬ মিনিটের আত্মঘাতী গোলে শেষ পর্যন্ত ২-১ ব্যবধানে হেরেছে ইয়ুর্গেন ক্লপের দল।

ম্যাচের তখন ২৬ মিনিটের খেলা চলছিল, স্পার্সের বিসোমাকে ট্যাকেল করে হলুদ কার্ড দেখেন কার্টিস জোন্স। তবে ভিএআর দেখে রেফারি সিদ্ধান্ত পাল্টে লাল কার্ড দেখান এই খেলোয়াড়কে। ১০ জনের দলে পরিণত হওয়ার পরেই কিছুটা অগোছালো খেলতে শুরু করে লিভারপুল।

তবে তার ভেতরেই ৩৪ মিনিটে গোল করে দলকে এগিয়ে নেন দিয়াজ। তবে তার গোলের উদযাপন রুখে দেয় অফসাইডের পতাকা। এর ঠিক দুই মিনিট পরে রিচার্লিসনের অ্যাসিস্ট থেকে গোল করে স্পার্সকে এগিয়ে নেন হিউং মিন সন।

এরপর প্রথমার্ধের যোগ করা অতিরিক্ত সময়ে কোডি গাকপো গোল করে সমতায় ফেরান অল রেডদের। তবে দ্বিতীয়ার্ধের ৬৯ মিনিটে ৯ জনের পরিণত হয় লিভারপুল। এবার বল হারিয়ে সেই বল দখলে নিতে গিয়ে মারাত্মক ফাউল করে বসেন ডিয়োগো জোটা। রেফারি সরাসরি তাকে লাল কার্ড দেখান।

তবে সেখানেই লিভারপুলের খারাপ সময়ের শেষ নয়। খেলার নির্ধারিত ৯০ মিনিয় শেষে যোগ করা অতিরিক্ত সময়ের ৬ষ্ঠ মিনিটে পেদ্রো পোরোর ক্রস প্রতিহত করতে গিয়ে নিজের জালেই বল পাঠিয়ে দেন জোয়েল মাতিপ। শেষ বাঁশির ক্ষণিক আগে মাতিপের ওই আত্মঘাতী গোলেই টটেনহামের মাঠে ২১ ব্যবধানে হেরে গেছে লিভারপুল।

অন্যদিকে ম্যানচেস্টার সিটি, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড ও লিভারপুলের হারের দিনে জয় পেয়েছে আর্সেনাল। বর্নোমাউথকে ৪-০ গোলের ব্যবধানে উড়িয়ে দিয়েছে তারা।

এই হারে ক্লপের দল পয়েন্ট তালিকার চার নম্বরে নেমে গেছে তো বটেই, টানা ১৯ ম্যাচ অপরাজিত থাকার ধারায়ও ছেঁদ পড়েছে। দুইয়ে উঠে এসেছে টটেনহাম হটস্পার্স। ৭ ম্যাচে ১৮ পয়েন্ট ম্যানচেস্টার সিটির আর তারাই আছে লিগের শীর্ষে। সমান ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট স্পার্সের। প্রতিবেশীদের সমান পয়েন্ট নিয়েও গোল ব্যবধানে পিছিয়ে থাকায় তিনে আর্সেনাল। আর ১৬ পয়েন্ট নিয়ে চারে লিভারপুল।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক ঃ ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR